শ্রীশ্রীহরিঃ
শরণং

বৈধব্যধর্ম্মোদয় ॥

খঃস্বাচার বিচার চারুচত্তরো ধর্ম্মিষ্ঠ শিষ্টা
গ্রণীর্যো নব্যোঽপি সুসভ্য ভব্যগুণবান্
সর্ব্ব প্রিয়ঃ সত্য বাক্ । তেনৈবানুমতো
ঽধুনা দ্বিজরমানাথেন গোস্বামিনা ধীরো
নন্দঙ্গমার এষতনুতে বৈধব্যধর্ম্মোদয়ং ॥

(বিধবা বিবাহ প্রচলিত হওয়া উচিত কি না।) এই প্রশ্ন জিজ্ঞাসার ছলে শ্রীযুক্ত ঈশ্বর চন্দ্র বিদ্যাসাগর ভট্টাচার্য্য মহাশয় যে পুস্তক প্রচারিত করিয়াছেন; কালধর্ম্মানুসারে তাহার উত্তর প্রদান করিবার কোন প্রয়োজন হয়না।

যেহেতু; বিধবাদিগের দুঃখস্মরণ করিতে হইলে হৃদয়বিদীর্ণ হইয়াযায়; এবং এমন নির্দ্দয়ই বা কে আছে; যে তাহারদিগকে দেখিয়া করুণা রসে আর্দ্রচিত্ত নাহয়। কেবল নৈষ্ঠুর্য্য স্বভাব বিশিষ্ট এতদ্দেশীয় জনগণেরা নিরর্থ লোকতঃ ও শাস্ত্রতঃ ওকৌলিক ব্যবহারতঃ এবং ধর্ম্মমর্য্যাদার হানিভয়েভীত হইয়া অনাথা চিরদুঃখিনী বিধবা গণকে উপাদেয় ইন্দ্রিয় সুখে বঞ্চিত করিয়া কারাবরোধেরন্যায় ব্রহ্মচর্য্যরূপ শৃঙ্খলে এককালে আবদ্ধকরিয়া রাখিয়াছেন।

ইহা যে অযুক্তকর্ম্ম তাহা আমি আমুক্ত কণ্ঠে সহস্র সহস্র বার কহিতে পারি। যাঁহারা লোক সমাজে মহদ্রূপে মান্য হইতে ইচ্ছাকরেন তাঁহারদিগের সর্ব্বদা উচিত কর্ম্মই এই যে স্বীয় মহত্ত্বানুসারে কারুণ্য প্রকাশে এরূপ যন্ত্রণা জালে পীড়িতা পতি বিয়োগিনী চিরদুঃখিনী অবলা বিধবা গণকে পরিমুক্ত করিয়া দেন।

ইহাতে তাঁহারদিগের ইহলোকে পরম সুখ্যাতি এবং পর লোক গমনার্থ পাথেয় অমূল্যরত্ন স্বরূপ পরম ধর্ম্ম ধনের লাভ হইবার সম্যক্ সম্ভাবনা; বিশেষতঃ অবলারা সবলা হইয়া বিষম স্মরজ্বালায় পরিত্রাণপায়। বলদেখি; এ অমৃতে অরুচি কার আছে; যদি বিদ্যাসাগর মহাশয় স্বীয় মহত্ত্ব প্রকাশে বচনায়াসে চিরদুঃখিনীগণকে ব্রহ্মচর্য্য হইতেঅবকাশ প্রদান করিতেপারেন; তবে বিধবা মণ্ডলে পরমাদরণীয় রূপে যে কিরূপ প্রশংসাপ্রাপ্ত হইতে পারিবেন তাহা আমি একমুখে কহিয়াপর্য্যাপ্তি করিতেপারিনা এবং বহুতরা অধীরা অবীরা গণেরাসবীরা হইয়া চিরকাল পর্য্যন্তস্বীয়২ সুখাসভবকালে লোমাঞ্চিত কলেবরে আশীর্ব্বাদ করিতে নিযুক্ত থাকিবেক। বুঝিয়া দেখিলে বিধবাদিগের, শয়নকালে (পদ্ম নাভের ন্যায়) বিদ্যাসাগর স্মরণীয় হইবেন। (কীর্ত্তির্যস্য সুজীবতি)॥

শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ভট্টাচার্য্য মহাশয় মান্য বংশপ্রসূত প্রভূতগুণভূষিত ও রাজসদসি সমাদৃতও বটেন এবং অস্মদাদির নিকট ও ধন্যরূপে মান্য কদাপি তাঁহাকে অনাদর করিনা।

বিশেষতঃ অনাদর করিবার বিষয়কি; এক ধর্ম্ম বিচার ব্যং

তীত তাহাঁর সহিত অকৌশলের আর অন্য কোন কারণ নাই এক্ষণে এতৎ বিষয়ের বিচার করিতে অন্য জনকে লক্ষ না করিয়া তাহাঁতেই ভারার্পণ করাগেল তিনিই ভাবীভাবের বিবেচনা করিয়া বিধবা বিবাহ উচিত কি না তাহার বিচার করুণ সুপণ্ডিত জনে বিধবা বিবাহ যে অনুচিত কর্ম্ম তাহা কোন্ উপলব্ধি করিতে নাপারেন। তবে এ অনুভব অযোগ্য নহে যে বিদ্যাসাগর মহাশয় ভ্রান্তিবশতঃ বা বিচারজীগীষায় কিম্বা কোন বিশেষানুরোধে অবশ্যই আবদ্ধ হইয়া থাকিবেন; নচেৎ এমত অযুক্ত বিষয় যে বিধবা বিবাহ তাহাকে যুক্তরূপে শাস্ত্র সিদ্ধ বলিয়া কেন জানাইতেছেন। কিন্তু এমন সুশোভন পণ্ডিতের অশোভনা চাতুরীকরা মতনহে। (যালোকদ্বয় সাধনী তনুভৃতাং সাচাতুরী চাতুরীত্যাদি) যেচাতুরী দ্বারা ইহপরলোকে প্রশংসনীয় হয় মনুষ্যদিগের সেই চাতুরীই চাতুরী।

ফলে তাহাঁর মনের কথা কি তাহা তিনিই জানেন; কিন্তু বাহ্যে বিশেষছলবাক্যে ধর্ম্ম খলতা প্রকাশে নির্ব্বোধগণের চিত্তকে ভাল আকৃষ্ট করিয়াছেন; পণ্ডিতের কর্ম্মই এই যে বাক্ জালমালাতে বন্যমৃগবৎ সামান্য জনগণকে এককালেই কুহক জালে আবৃত করেন। যাহাহউক; ভঙ্গী ক্রমে নির্ব্বোধেরদের চক্ষুদ্বয়ে এমন অপূর্ব্ব নয়নাচ্ছাদনী প্রদান করিয়াছেন; যেহেতু তাহারা আর কোনমতে আপনারদিগের কল্যাণ পথে দৃষ্টি সঞ্চারিত করিতে পারেনা অহরহ যন্ত্রাবদ্ধরূপে মহাআমোদেই ভ্রাম্যমান হইতেছে। এককালে উন্মত্তভূত হইয়া অহিত বিষয়কে পরম হিত বোধে পরমানন্দ সাগরে ভাসিয়াছে।

তদ্দৃষ্টে পরম কারুণিক সকল ধর্ম্ম পরায়ণ ধন্যতম পুণ্যাব তার দেশহিতৈষী গুণরাশী শ্রীরামপুর নিবাসী শ্রীল শ্রীযুক্ত বাবু রমানাথ গোস্বামী মহাশয় ধর্ম্মবিপ্লব কর বাক্যবিশিষ্ট অশিষ্টসম্মত বিদ্যাসাগরকৃত ক্ষুদ্রপুস্তকের অভিপ্রায় নিরাকরণার্থ ব্যগ্রচিত্ত হইয়া শ্রীযুক্ত আনন্দ চন্দ্রশিরোমণি ভট্টাচার্য্য মহাশয়কে অনুমতি করিয়া কহেন যে ভট্টাচার্য্য মহাশয় শ্রীযুক্ত নন্দকুমার কবিরত্ন ভট্টাচার্য্য মহাশয় মমাভিমতে বিধবা বিবাহ বিষয়ক পুস্তকাভিপ্রায় খণ্ডনার্থ এক পুস্তক রচনা করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন; আপনি শাস্ত্রার্থ সঙ্কলন দ্বারা তাঁহার সাহায্য করণে প্রস্তুত হউন। এতদনুজ্ঞা সংপ্রাপ্তে উভয়ে ঐক্য হইয়া শ্রীযুক্ত গঙ্গানারায়ণ ন্যায়বাচস্পতি ভট্টাচার্য্য ও শ্রীযুক্ত হারাধন কবিরাজ বিদ্যারত্ন মহাশয়ের সুযুক্তিমত (বৈধব্যধর্ম্মোদয়) নামে পুস্তক প্রচারিত করিলাম; তাহার স্থূল তাৎপর্য্য গ্রন্থানুক্রমণিকায় প্রকটিত করিতেছি।

অথানুক্রমণিকা।

শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর যে চতুঃশ্লোক দ্বারা অযুক্ত বিধবা বিবাহের নির্ব্বাহার্থে আপনাকে কৃতকার্য্য স্বীকার করিয়াছেন; সর্ব্বসাধারণের আশুবোধের নিমিত্তে উক্ত বচন চতুষ্টয়ের প্রকৃতার্থ ও স্থূল, সঙ্ক্ষাভিপ্রায় এই অনুক্রমণিকায় প্রকাশ করিতেছি; তদ্দৃষ্টে উন্মত্তদিগকে বিধবা বিবাহ বিষয়ক আশায় হতাশ হইতে হইবে।

১প্রথম। (অন্যেকৃতযুগেধর্ম্মা ইত্যাদি) যে বচন দ্বারা ধর্ম্মের ভিন্নতা দর্শন করান্ তাহা সঙ্গত হয়না; যেহেতু তাহা

স্ব তাৎপর্য্য ধর্ম্ম এক ভিন্ন অন্য নহে; কেবল যুগানুসারে মনুষ্যদিগের সামর্থ্য হ্রাস প্রযুক্ত অনুষ্ঠানের অন্তর হইয়া থাকে এইমাত্র; তাহা তদ্বচনের পর বচনেই সংহিতাকার সিদ্ধান্ত করিয়াছেন ॥ ১।

২ দ্বিতীয়। (কৃতেত্ত মানবোধর্ম্ম ইত্যাদি) পারাশর বচনে যে প্রতিযুগের ভিন্ন২ ধর্ম্মশাস্ত্র প্রতিপন্ন করিয়াছেন; তদর্থে প্রতিযুগের ধর্ম্মশাস্ত্রের ভিন্নতাকরা গ্রন্থকারের অভিপ্রায় সিদ্ধ হয়না। যখন পরাশর স্বয়ং (মনুঃকল্পান্তরান্তরে) কহিয়াছেন তখনই তাহার মীমাংসা হইয়াছে। সুতরাং কেবল পারাশরই যে কলির ধর্ম্মশাস্ত্র; অন্যের মতে চলিতে হইবেনা এমত তাৎপর্য্য নহে; তাহা পারাশর সংহিতার প্রথমাবধি শেষ পর্য্যন্ত অবলোকন করিলেই পণ্ডিতেরা বিবেচনা করিতে পারিবেন এবং পরাশর কেবল যে কলিরধর্ম্ম কহিয়াছেন অন্যযুগের ধর্ম্ম কহেন নাই এমতও নহে তাহাও উক্ত সংহিতা দৃষ্টি করিলে জানিতে পারিবেন; অর্থাৎ দ্বাদশ অধ্যায় উক্ত সংহিতা, তাহার প্রথম অধ্যায় দ্বয়ে কলিধর্ম্ম কহিয়া অপর দশ অধ্যায়ে যুগসাধারণের ধর্ম্ম কহিয়াছেন ॥ ২ ॥

৩ তৃতীয়। (নষ্টেমৃত ইত্যাদি) বচন দ্বারা বিধবা বিবাহ উচিত বলিয়া বিদ্যাসাগর মহাশয় যে সিদ্ধান্ত স্থির করিয়াছেন, তাহা অসৎ। তদর্থে বিধবা সাধারণের অন্য পতি করণাজ্ঞা নহে কেবল বাগ্দত্তাকন্যার বিষয়ে পঞ্চাপৎ নিশ্চয়করিয়া সকল গ্রন্থকারেরা মীমাংসা করিয়াছেন; এবং তদ্বিবাহও যে যুগান্তরীয় বিষয় ইহা, সমস্ত সংগ্রহকার ও ভাষ্যকার দিগের সিদ্ধান্তে স্থির হইয়াছে ॥ ৩ ॥

৪ চতুর্থঃ । (ঔরসঃক্ষেত্রজশ্চৈবেত্যাদি) বচন প্রমাণে বিদ্যাসাগর যে বিবাহিতা বিধবা পুত্রের ঔরসত্ব প্রতিপন্ন করিয়াছেন সে অত্যন্তঅসঙ্গতঃ । কারণ ধর্ম্মপত্নীর গর্ব্ভজাত পুত্রভিন্ন ঔরস পুত্র বলা যায়না; প্রতিযুগে সংজ্ঞার ভেদ হয়না বরং প্রশস্তা প্রশস্ত ব্যবহার্য্য কি অব্যবহার্য্য ইহাই হইতে পারে অতএব ধর্ম্মপত্নী কাহাকে বলে; তাহা সর্ব্বশাস্ত্রেই উক্ত করিয়াছেন; কস্মিন কালেও কেহ কহিতে পারিবেন না যে বিধবাকে বিবাহকরিলে ধর্ম্মপত্নীহয়।

ইত্যাদি বচন চতুষ্টয়ের প্রকৃতার্থ সংক্ষেপতঃ অনুক্রমণিকায় প্রকাশ করিলাম; বিদ্যাসাগরের অন্যান্য কুযুক্তি সকল এইচারি প্রশ্নের উত্তরেই খণ্ডন হইয়া যাইবেক । ইদানীং তদ্বিচারে প্রবৃত্ত হইলাম মহামহিমেরা ক্রমশঃ নিম্নে দৃষ্টি করিলেই বৈধা বৈধ বিচার করিতে শক্তহইবেন ॥

বিদ্যাসাগর মহাশয় স্বকৃত পুস্তকের চূড়ামণি স্বরূপ এই কয়েকটি অক্ষরকে প্রশ্নভাবে লিখিয়াছেন । যথা ।

“ বিধবা বিবাহ প্রচলিত হওয়া উচিত কি না ।,,

উত্তর । বেদাদিশাস্ত্র; লোক লজ্জা; সুলোচিত ব্যবহার মানসম্ভ্রম; এবং ধর্ম্মভয়ে ভীত যে নাহইবে সেই ব্যক্তিই এই জঘন্যকর্ম্ম বিধবা বিবাহকে উচিত কর্ম্ম বলিয়া জ্ঞান করিবেক । তদ্ভিন্ন যাহাঁদিগের হিতাহিত, ভদ্রাভদ্র; ধর্ম্মাধর্ম্ম; বিধি নিষেধাদির পরিদেবনা আছে; তাহাঁরা প্রাণান্ত হইলে ও কদাপি এ অভদ্রদায়ক কর্ম্মকে ভদ্রবলিয়া গ্রাহ্য করিতে পারিবেন না ।

অনন্তর উক্ত পুস্তকের ১ পৃষ্ঠায় ১ পংক্তি অবধি ৭ পংক্তি পর্য্যন্ত লিখিয়াছেন। যথা।

" বিধবা বিবাহের প্রথা প্রচলিত নাথাকাতে যে নানা অনিষ্ট ঘটিতেছে ইহা এক্ষণে অনেকেরই বিলক্ষণ হৃদয়ঙ্গম হইয়াছে। অনেকেই স্বীয় স্বীয় বিধবা কন্যা ভগিনী প্রভৃতির পুনর্ব্বার বিবাহ দিতে উদ্যত আছেন। অনেকে ততদূর পর্য্যন্ত যাইতে পারেন না কিন্তু এই ব্যবহার চলিত হওয়া নিতান্ত আবশ্যক হইয়া উঠিয়াছে এমত স্বীকার করিয়া থাকেন॥ "

এতল্লিপির উত্তর কি। কারণঃ যাহারদিগের এতাদৃক্ শুভ কর্ম্মকে অবশ্যকরণীয় জ্ঞান হইয়াছেঃ অর্থাৎ বিধবা কন্যা ভগিনী প্রভৃতির বিবাহ নাদিলে আর কোনমতে ধর্ম্মরক্ষা হয়নাঃ তাঁহারদিগের এপথ দূরতর নহে বরং অতিনিকট হইয়াছে শুভযাত্রা করিলেই পারেনঃ তৎপ্রতিরোধ কে করিতেছে। যদি কেহ আপনার গলদেশে রজ্জু প্রদানেঃ বাঃ বিষাদিপানে আত্ম প্রাণকে নিতান্তই নষ্ট করিতে ইচ্ছা করে তাহাকে রক্ষা করিতে কে শক্ত হয়। অপর ২ পৃষ্ঠার ৩ পংক্তিতে লেখেন। যথা।

" অনেকের এই ব্যগ্রতা দেখিয়া আমি এবিষয়ের তত্ত্বানুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইয়া যতদূর পর্য্যন্ত কৃতকার্য্য হইতে পারিয়াছি সর্ব্ব সাধারণের গোচরার্থে দেশের চলিতভাষায় লিপিবদ্ধ করিয়া প্রচারিত করিলাম। "

উত্তর। বিদ্যাসাগরের এ বিষয়ে যত্নের ত্রুটিনাইঃ যেহেতু বিধবা বিবাহ বিষয়ের তত্ত্বানুসন্ধান করিবার নিমিত্ত অনেক পরিশ্রমঃ অনেক সময় নষ্টঃ অনেক অর্থব্যয় ও

করিয়াছেন এবং করিতেছেন ভাবী ও করিবেন; এতৎ শুভা মুষ্ঠান জন্য এক্ষণকার বিশিষ্ট সমাজে সম্ভ্রান্তরূপে মান্য এবং বিলক্ষণ রূপ কৃতকার্য্যও হইয়াছেন। ইহাপরম আ নন্দের বিষয়; যাহাহউক বিধবা বিবাহ প্রথা প্রচলিত হউ কী বা নাহউক; কিন্তু এতৎ শব্দ শ্রোত্ররসায়নবটে। হা; এম ত শুভদায়ককালের শুভাগমনেই কি এ শুভানুষ্ঠান সম্পন্ন হইবে; ইহা হইতে সুখের বিষয় আর কি আছে; যাহাতে বিধবার পতি লাভ; অপুত্রকের পুত্রলাভ; অধনের ধন লাভ; বরং এসকল হইতে বিধবার পতিলাভ হইলে এত জ্জগৎ সুশীতল হয়, করুণানিধান প্রধান পুরুষ মহাশয় ভাল যুক্তি সাজাইয়া পুস্তকে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন।

অপর; উক্ত পুস্তকের ২ পৃষ্ঠায় ১৪ পংক্তি অবধি আর ও লিখিয়াছেন; । যথা।

"" বিধবা বিবাহ যদি কর্ত্তব্য কর্ম্ম নাহয় তাহা কোনক্রমেই প্রচলিত হওয়া কর্ত্তব্য নহে। কারণ কোন্ ধর্ম্মপরায়ণ ব্যক্তি অকর্ত্তব্য কর্ম্মের অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইবেন। অতএব ইহাকে কর্ত্তব্য কর্ম্ম বলিয়া প্রতিপন্ন করা অতি আবশ্যক। কিন্তু যদি যুক্তিমাত্র অবলম্বন করিয়া ইহাকে কর্ত্তব্য কর্ম্ম বলিয়া প্রতিপন্ন কর তাহাহইলে এতদ্দেশীয় লোকেরা কখনই ইহা কে কর্ত্তব্য কর্ম্ম বলিয়া স্বীকার করিবেন না। যদি শাস্ত্রে ক র্ত্তব্য কর্ম্ম বলিয়া প্রতিপন্ন করা থাকে তবেই এতদ্দেশীয় লোকেরা কর্ত্তব্য কর্ম্ম বলিয়া স্বীকার করিতে ও তদনুসা রে চলিতে পারেন। এরূপ এদেশে শাস্ত্রই সর্ব্ব প্রধান প্রমাণ এবং শাস্ত্র সম্মত কর্ম্মই কর্ত্তব্য কর্ম্ম॥"

উত্তর। যখন বিধবা বিবাহ কর্ত্তব্য কর্ম্ম বলিয়া শাস্ত্র প্র-
মাণ করিলেন; তখন আর কেবল যুক্তিদ্বারা তাহাকে প্রতি
পন্ন করিতে চাহিলে তাঁহার পদেং পাণ্ডিত্যের হানি অব
শ্যই হইবে; এক্ষণে এদেশে বিধবা বিবাহ শাস্ত্র বিচারের
অপেক্ষায় রহিল। যেহেতু এদেশের লোকেরা শাস্ত্রাজ্ঞা-
কেই বলবতী করিয়া মান্যকরেন; (তাহারকারণ জ্ঞান;)
অর্থাৎ জ্ঞানবান ব্যক্তিরাই শাস্ত্রমানেন তদন্য পশ্বাদি
মাত্রের শাস্ত্রজ্ঞান নাই। সুতরাং তাহারা যোনি বিচার
কি অন্নবিচার ও স্পর্শ্যাস্পর্শ্য গম্যাগম্য কিছুই গম্য
করিতে পারেনা। এদেশের লোকেরা শাস্ত্রবিহিত কর্ম্ম
কেই আদৃতরূপে গ্রহন করিয়া থাকেন; কিন্তু; কোনং স্থানে
শাস্ত্রসত্বেও লৌকিক ব্যবহারকে মান্য করিয়াছেন তাহার
স্থান পশ্চাৎ দর্শয়িতব্য হইবে॥

অপর তৃতীয় পৃষ্ঠায় ৪ পংক্তি অবধি লিখিয়াছেন; যথা।

"বিধবা বিবাহশাস্ত্র সম্মত অথবা শাস্ত্রবিরুদ্ধ এবিষয়ের মী
মাংসায় প্রবৃত্ত হইলেঅগ্রে ইহাই নিরূপণ করা আবশ্যক যে
শাস্ত্রের সম্মত হইলে বিধবা বিবাহ কর্ত্তব্য কর্ম্ম বলিয়া
প্রতিপন্ন হইবেক সেশাস্ত্র কি। ব্যাকরণ কাব্য অলঙ্কার দর্শ
ন প্রভৃতি শাস্ত্র এরূপ বিষয়ের শাস্ত্র নহে। ধর্ম্মশাস্ত্র বলি
য়া প্রসিদ্ধ শাস্ত্র সকলই এরূপ বিষয়ের শাস্ত্র বলিয়া সর্ব্বত্র
গ্রাহ্য হইয়া থাকে। ধর্ম্মশাস্ত্র কাহাকে বলে যাজ্ঞবল্ক্য সং
হিতার প্রথমাধ্যায়ে তাহার নিরূপণ আছে যথা মন্বত্রী
ত্যাদি॥"

উত্তর; এতদ্বিষয়েরকোন উত্তর নাই; যেহেতু; কেবল ক-

য়েক খানি সংহিতা কে ধৃতকরিয়া তদ্ভিন্ন দর্শনাদিকে এত দ্বিষয়ের শাস্ত্র নহে বলিয়া জানাইয়াছেন; কিন্তু জৈমিনি মীমাংসা যে প্রধান ধর্ম্মশাস্ত্র; যাহাতে সকল ধর্ম্মের বিচার করিয়াছেন; তাহাকে গ্রাহ্য নাকরিলেন কেন ইহার অভি প্রায় বুঝা যায়না; ॥

অপর স্বকৃতপুস্তকের চতুর্থ পৃষ্ঠায় ৮ পংক্তিতে এই অভি প্রায়ে লিখিয়াছেন। যথা।

"এক্ষণে ইহা বিবেচনা করা আবশ্যক এই সমস্ত ধর্ম্মশাস্ত্রে যে সকল ধর্ম্ম নিরূপিত হইয়াছে সকল যুগেই সে সমুদায় ধর্ম্ম অবলম্বন করিয়া চলিতে হইবেক কিনা। মনুপ্রণীত ধর্ম্মশাস্ত্রের প্রথমাধ্যায়ে এবিষয়ের মীমাংসা আছে। যথা

অন্যেকৃতযুগে ধর্ম্মা স্ত্রেতায়াং দ্বাপরে পরে। অন্যে কলিযুগে নৃণাং যুগহ্রাসানুরূপতঃ ॥ ৫৮।

যুগানুসারে মনুষ্যের শক্তিহ্রাস হেতু সত্য যুগের ধর্ম্ম অন্য ত্রেতাযুগের ধর্ম্ম অন্য দ্বাপর যুগের ধর্ম্ম অন্য কলিযুগের ধর্ম্ম অন্য!! ৫ পৃষ্ঠায় ২ পংক্তিতে।

পূর্ব্ব পূর্ব্ব যুগের ধর্ম্ম অবলম্বন করিয়া চলিতে অক্ষম এক্ষণে এই জিজ্ঞাসা উপস্থিত হইতে পারে তবে কলিযুগের লোকদিগকে কোন্ ধর্ম্ম অবলম্বন করিয়া চলিতে হইবেক। মনুপ্রণীত ধর্ম্মশাস্ত্রে যুগে২ ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম্ম এইমাত্র নির্দ্দেশ আছে ভিন্ন ভিন্ন যুগের ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম্ম নিরূপণ করানাই ॥"

উত্তর। কোন্ যুক্তিকে অবলম্বন করিয়া সাহস পূর্ব্বক কহেন যে মনুপ্রণীত ধর্ম্মশাস্ত্রে ভিন্ন ভিন্ন অর্থাৎ সত্যাদি কলি পর্য্যন্ত ভিন্ন ভিন্ন যুগের অনুষ্ঠেয় ধর্ম্মের ভিন্নত্ব প্রদর্শন করানাই।

ফলিতার্থ ধর্ম্ম এক; সত্যেতে চতুষ্পাদ পরিপূর্ণছিল যুগানুসারে ক্রমশঃ ধর্ম্মের পাদ পাদ হ্রাস হইয়া কলিতে এক পাদাবশিষ্ট থাকিবে মনু কহিয়াছেন; অর্থাৎ ধর্ম্মের নাশ নাই এবং প্রতিযুগে ধর্ম্ম পৃথক ও নহে; শুদ্ধ সামর্থ্য হীনতা প্রযুক্ত মনুষ্যেরা সকল অঙ্গের অনুষ্ঠানে অক্ষম এই মাত্র; নচেৎ ত্রেতা দ্বাপর কলি প্রভৃতি যুগে সত্যযুগোদিত সম্যক্ ধর্ম্মের অনুষ্ঠান করিতে নিষেধ আছে এমত নহে। মনু সর্ব্বজ্ঞ তৎপ্রণীত শাস্ত্রে যে কলিধর্ম্মের নিরূপণ করা নাই তাহা তাহাঁকে কে কহিয়াছে। মনুবাক্যকে মান্য করিয়া পারাশর ধর্ম্মের স্মরণ কালে বেদব্যাস প্রশ্ন করিয়াছিলেন। যথা (সর্ব্বেধর্ম্মাঃকৃতেজাতাঃসর্ব্বে নষ্টাঃকলৌ যুগে।) সকল ধর্ম্মই সত্যেতে উৎপন্ন কলিতে নষ্ট হইবে। এতৎ বাক্যে প্রমাণ হইল যে মুনপ্রণীত ধর্ম্মই চারি যুগে প্রচলিত আছে।

(অন্যেকৃতযুগে ধর্ম্মা ইত্যাদি, মনূক্ত সংহিতার একটি বচনকে ধৃতকরিয়াই কি বিমল যুগলায়তন নয়ন দ্বয়কে মুদ্রিত করিয়াছিলেন; তৎপরে যে চতুর্যুগের ধর্ম্ম মনু নিরূপণ করিয়াছেন তাহার প্রতি দৃষ্টিপাত ও করেন নাই।

তপঃ পরং কৃতযুগে ত্রেতায়াং জ্ঞানমুক্তমং। দ্বাপরে যজ্ঞমিত্যাহু দানমেকং কলৌযুগে॥ ইতিমনুঃ।

সত্যযুগের ধর্ম্ম তপস্যা; ত্রেতাযুগের ধর্ম্ম জ্ঞান; দ্বাপর যুগের ধর্ম্ম যজ্ঞ; কেবল এক দানই কলিযুগের ধর্ম্ম। এই মনু বাক্য যুগ মাত্রেই গ্রাহ্য হইয়াছে; এবং কলিধর্ম্ম কথ

নের প্রতিজ্ঞায় পরাশরও মনুর এই উচ্ছিষ্ট চর্ব্বণ করিয়া-ছেন। ইহাও কি অবলোকন করেন নাই। যথা

তপঃপরং কৃতযুগে ত্রেতায়াং জ্ঞানমুচ্যতে। দ্বাপরে যজ্ঞমিত্যূচু দানমেকং কলৌ যুগে॥ ইতি পারাশরং।

সত্যে তপঃ; ত্রেতায় জ্ঞান; দ্বাপরে যজ্ঞ; কলিতে কেবল দান মাত্র ধর্ম্ম।

এতদ্বাক্য প্রমাণে মনু ও তদ্দৃষ্টে পরাশরও যুগ সাধারণত্র ধর্ম্ম কহিয়াছেন; অতএব সকল কালেই মনুমান্য যখন মনুর সকল কথাই পরাশর মান্যরূপে ধৃত করিয়া আপনি ধন্য হইয়াছেন তখন নিশ্চয় হইল যে পারাশর স্মৃতি মনু বিরোধিনী নহে; এবং উপরিউক্ত বচনে আরও প্রমাণ হইল যে পরাশর কেবল কলিধর্ম্ম কহিয়া-ছেন সাধারণ যুগধর্ম্ম কহেন নাই এমত নহে।

অতএব মনু ও পরাশর বচনের ঐক্য বিধায় প্রতীতি হইতেছে; যে মনূক্ত মানবধর্ম্ম তাহাই সর্ব্বযুগে গ্রাহ্য; তাহা সকলে আচরণ করিতে পারুক বা না পারুক সেকথা স্বতন্ত্র এভাবতা স্বয়ং স্বায়ম্ভুবমনু সকলেরই সৃষ্টিকর্ত্ত ওসমস্ত ধর্ম্মের নির্দেষ্টা; তদুক্তিকেই সকল সংহিতা কারেরা মান্য করিয়া হইয়াছেন; অধুনা পরাশর ও যে সর্ব্বযুগে মনুগ্রাহ্য ইহা স্বীকার করিয়া কহিয়াছেন। যথা

নকশ্চিদ্বেদকর্ত্তাচ বেদস্মর্ত্তা চতুর্ম্মুখঃ।
তথৈবধর্ম্মং স্মরতি মনুঃকল্পান্তরান্তরে॥
ইতি পারাশরং।

কোনব্যক্তিই বেদকর্ত্তা নহেন অর্থাৎ বেদ নিত্য প্রসিদ্ধ; কেবল চতুর্ম্মুখ ব্রহ্মা বেদকে স্মরণ করেন। সেইরূপ অর্থাৎ যেমন ব্রহ্মা তদ্রূপ মনু ও কল্পেং অর্থাৎ প্রতি মন্বন্তর যুগাদিতে ধর্ম্মকে স্মরণ করেন।

এই পরাশরোক্তিতে মনুপ্রণীত ধর্ম্মই সর্ব্বযুগের ধর্ম্ম তাহাতে কোন সংশয় রহিল না। তবে সত্যযুগের ধর্ম্ম ভিন্ন ত্রেতাযুগের ধর্ম্ম ভিন্ন; দ্বাপরযুগের ধর্ম্ম ভিন্ন; কলিযুগের ধর্ম্ম ভিন্ন; যে অভিপ্রায়ে সংহিতা কারেরা কহিয়াছেন সে অভিপ্রায় ও বিদ্যাসাগরের অভিপ্রায়ের ভিন্ন। কেননা প্রতিযুগের অন্য ধর্ম্ম বলায় একং নূতন ধর্ম্ম কল্প না করিতে হয়; তাহাহইলে যুগানুসারে ধর্ম্মাঙ্গের হ্রাসবলা যাইতে পারেনা। ইহা স্বীকার না করিয়া পৃথকং ধর্ম্মের একং রূপ মানিতে হয়; তাহাতে মন্বাদি স্মৃতির সহিত পারাশর সংহিতাকে এককালেই উর্দ্ধ পর্য্যঙ্কে শয়ন করাইতে হয়। পণ্ডিত মহাশয় কি এবিষয়ের অনুসন্ধান করেন নাই কেবল একাগ্র চিত্তে বিধবা বিবাহকেই নিরন্তর ধ্যান করিতেছেন। তদ্যুক্তিতেই পারাশর স্মৃতি অসিদ্ধা হইয়া যায় এক্ষণে কোন্ প্রমাণে বিধবার বিবাহ দিবেন সেই শাস্ত্রের অনুসন্ধান করুন্।

এস্থলে এরূপ আপত্তি আনয়ন করিতে পারেন; যে যদি সকল যুগে এক ধর্ম্ম মানা যায় তবে সংহিতা কারেরা প্রতিযুগের অন্য অন্য ধর্ম্ম বলিয়াছেন সেই অন্য অন্য ধর্ম্মকে কোন্ যুক্তিতে রক্ষাকরা যাইতে পারে; তদর্থে মীমাংসা এই যে প্রতি যুগে যে ধর্ম্মের ভিন্নতা দৃষ্ট হইতেছে সে শুদ্ধ

ধর্ম্মাঙ্গের বিচ্যুতিমাত্র;অর্থাৎ ব্রাহ্মণক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্রা দিরা সত্যাদিযুগে যেরূপআচরণকরিয়া আসিয়াছেন; ক লিতেতাহার কিছু২ হানিহইয়াছে; অর্থাৎ অনেকেই স্বজা তীয়ভিন্ন বিজাতীয় বৃত্তি গ্রহণ করিয়াছেন। নচেৎ পূর্ব্বো ক্ত সন্ধ্যাবন্দনাদি ও সংস্কারাদি যে কলিতে করিতে হইবে ক না এমত নহে।

সুতরাং গ্রন্থ সমন্বয় দ্বারা বচনের স্বরূপাভিপ্রায় বোধ না করিয়া অসদৃশ কর্ম্মের ব্যবস্থাদিলে লোক সমাজে অব- শ্যই অযশ ঘোষণা হয়।

অতএব সকল যুগেই সকল স্মৃতিমান্য যদি ইহা সপ্রমাণ হইল; তবে (কৃতেতুমানবোধর্ম্ম ইত্যাদি) শ্লোকের কি গতি হইবে তন্মীমাংসা করিতে প্রবৃত্ত হইলাম॥ ইতি প্রথম প্রশ্নোত্তর সমাপ্তঃ।

২ দ্বিতীয় প্রশ্নোত্তর॥

বিদ্যাসাগর কৃত পুস্তকের ৫ পৃষ্ঠায় ১৬ পংক্তিতে লিখিত হইয়াছে। যথা

"কোন্ যুগে কোন্ধর্ম্ম অবলম্বন করিয়া চলিতে হইবেক তাহার নির্ণয় হওয়া দুর্ঘট। কোন্ যুগে কোন্ধর্ম্ম অবলম্বন করিয়া চলিতে হইবেক কেবল পরাশর প্রণীত ধর্ম্মশাস্ত্রেই সে সমুদায়ের নিরূপণ আছে। পরাশর সংহিতার প্রথমা ধ্যায়ে লিখিত আছে।

কৃতেতু মানবোধর্ম্ম স্ত্রেতায়াং গৌতমঃস্মৃতঃ। দ্বাপরে শাংখলিখিতঃ কলৌপারাশরঃস্মৃতঃ॥

মনু নিরূপিত ধর্ম্ম সত্যযুগের ধর্ম্ম, গোতম নিরূপিত ধর্ম্ম

ত্রেতাযুগের ধর্ম্ম; শংখ ও লিখিত নিরূপিত ধর্ম্ম; দ্বাপর যুগের ধর্ম্ম; পরাশর নিরূপিত ধর্ম্ম কলিযুগের ধর্ম্ম।
অর্থাৎ ভগবান্ স্বায়ম্ভুব মনু যে সমস্ত ধর্ম্ম নিরূপণ করিয়াছেন সত্যযুগের লোকেরা সেইধর্ম্ম অবলম্বন করিয়া চলিতেন। ভগবান্ গৌতম যেসমস্তধর্ম্ম নিরূপণ করিয়াছেন ত্রেতাযুগের লোকেরা সেইধর্ম্ম অবলম্বন করিয়া চলিতেন। ভগবান শংখ ও লিখিত যে সমস্ত ধর্ম্ম নিরূপণ করিয়াছেন দ্বাপর যুগের লোকেরা সেইধর্ম্ম অবলম্বন করিয়া চলিতেন আর ভগবান পরাশর যে সমস্ত ধর্ম্ম নিরূপণ করিয়াছেন কলিযুগের লোক দিগকে সেই ধর্ম্ম অবলম্বন করিয়া চলিতে হইবেক। অতএব স্পষ্ট প্রতীয়মান হইতেছে যে ভগবান পরাশর কেবল কলিযুগের ধর্ম্মমাত্র নিরূপণ করিয়াছেন এবং কলিযুগের লোকদিগকে তাঁহার নিরূপিত ধর্ম্ম অবলম্বন করিয়াই চলিতে হইবেক॥,,

উত্তর। এইবচনটি দৃষ্ট হইবাতে কত মিষ্টবোধে অকাট্য জ্ঞানকরতঃ দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হইয়া বল পূর্ব্বক লিখিয়াছেন; (কলিযুগের লোককে পরাশরোক্ত ধর্ম্মই গ্রহণ করিতে হইবেক।) তাহাতেআমারদিগের ক্ষতি কি? এবং পরাশর প্রণীত ধর্ম্মকে অগ্রাহ্যই বা কে করিতেছে; এবং তন্মতেই বা এক্ষণে কে নাচলিতেছে; পণ্ডিত মহাশয় যে অভিপ্রায়ে বক্তৃতা করিয়াছেন; পরাশর সংহিতার বচনের মীমাংসা করিলে সে অভিপ্রায়ের ঘটনা হয়না।

অর্থাৎ মহর্ষি পরাশর কেবল কলির ধর্ম্ম কহেন নাই উক্ত গ্রন্থের সম্যক্ ভাগ দৃষ্টি করিলেই বোধ হইতে পারে ও পরাশর সংহিতার প্রথমে কলির অবস্থা কহিয়া পশ্চাৎ

যুগ সাধারণের ধর্ম্ম কহিয়া গিয়াছেন; । যদিবল তাহার প্রমাণ কি; অতএব তদ্বিচারে প্রবৃত্ত হইলাম।

অন্যেকৃত যুগেধর্ম্মা ইত্যাদি মনুবচনাৎ প্রতিযুগং ধর্ম্মস্যাভিন্নত্বাবগতে কস্মিন যুগে কোধর্ম্ম ইত্যাকাংক্ষায়াং কৃতেভু মানবো ধর্ম্ম ইতিমন বচনমুপপদ্যতে। ইতি তদ্ভুর দর্শী ভিরম্মাদেয়ং।

অন্যেকৃত যুগেধর্ম্মা ইত্যাদি বচনে নোপ পাদ্যমানা কাংক্ষায়াং তপঃপুরং কৃতযুগে ত্রেতায়াং জ্ঞানমুত্তম মিত্যাদ্য ব্যবহিতো ত্তর বচনেন পরাশরেণৈব নিরাকৃতত্বাৎ॥

সত্যযুগের ধর্ম্ম অন্য ইত্যাদি মনু বচন প্রাপ্তে ধর্ম্মের ভিন্নত্ব দর্শনে এমত বোধ হয় যে প্রতিযুগের ধর্ম্ম শাস্ত্র ভিন্ন অর্থাৎ কোন্ যুগের কোন্ধর্ম্ম তাহার নিরূপণ কি তদর্থে (কৃতেতু মানবোধর্ম্ম ইত্যাদি) পারাশরীয় বচনে যুগানুসারে ধর্ম্ম শাস্ত্র ও ধর্ম্ম নিরূপিত হইয়াছে; অর্থাৎ সত্যযুগে কেবল মানবধর্ম্ম; ত্রেতাযুগে কেবল গৌতমধর্ম্ম; দ্বাপরযুগে কেবল শাংখলিখিত ধর্ম্ম, কলিযুগে কেবল পারাশর ধর্ম্ম; বলিয়া যে সেই ধর্ম্ম কেই গ্রাহ্য করিবেক এবং মন্বাদি স্মৃতি শাস্ত্রোদিতধর্ম্ম কলিযুগের লোকেরা গ্রহণ করিবেন না এ অসঙ্গতা কল্পনা ইহা দূরদর্শী দিগের গ্রহণীয় নহে। তাহা হইলে (সত্যে সত্যব্রতোদ্দান্ত.ত্রেতায়াং যজতে মখৈ রিত্যাদি) সত্য যুগের লোকেরা সর্ব্বদা সত্য কথা কহিবেন;

ত্রেতাযুগে যজ্ঞ, দ্বাপরযুগে সেবা; কলিযুগেতে নামসংকীর্ত্তন করিবেন।

সুতরাং কেবল পারাশর ধর্ম্ম কলির গ্রহণীয় হইলে এই সকল যুগধর্ম্ম কথনের কোন অর্থ নিষ্পত্তি হয়না। অর্থাৎ কলিতে সত্যাদি ভাষণ এককালেই অগ্রাহ্য হইয়া যায়। ইহা মূর্খেও কহিতে পারে যে সত্যযুগের অনুষ্ঠানার্হ সত্য ধর্ম্ম কলিতেও যাজন করিতে পারে; যেহেতু কলিকালে ও সত্যবাদীর প্রশংসা আছে। এবিধায় মানবধর্ম্মাচরণ করা কলিতেও মুখ্য রহিল।

অসর্ব্বজ্ঞত্ব বিধায়; নব্যহিন্দুরা কেবল পারাশর ধর্ম্ম কলিতে গ্রাহ্য ইহাই স্থির করিতেছে। তাহার কারণ; অসৎকর্ম্মশীলেরা মনে২ স্থিরকরিয়াছে যে আমরা যেসকল কদর্য্য কর্ম্ম সমাচরণ করিয়া থাকি পরাশরের মতে ইহাকেই যদি কলির সনাতন ধর্ম্ম বলিয়া প্রতিপন্ন করাযায় তবে আর কোনমতে অসৎকার্য্য করিয়াও আমরা অধার্ম্মিক হইবনা। সুতরাং পারাশর ধর্ম্ম পারাশর ধর্ম্ম বলিয়া মহাহুলস্থূল করিয়া তুলিয়াছে; ফলে পারাশরের মর্ম্ম কেহই উপলব্ধি করিতে পারেন না।

যেহেতু কৃতেতু মানবোধর্ম্ম এই বচনের পূর্ব্বে ও পরে পৃথক২ যুগের আচরিত ধর্ম্মের উক্তি করাতেই পরাশর কর্ত্তৃক নিরাকৃত হইয়াছে; অর্থাৎ পরাশর কেবল কলির ধর্ম্ম কহিয়াছেন এমত নহে সকল যুগের ধর্ম্মই কহিয়াছেন। যথা (তপঃপরং কৃতযুগে ত্রেতায়াং জ্ঞানমুচ্যতে। দ্বা

পরে যজ্ঞমিত্যূচু র্দানমেকং কলৌযুগে।) সত্যযুগের ধর্ম্ম ত-
পস্যা; ত্রেতায় জ্ঞান; দ্বাপরে যজ্ঞ; কলিযুগে কেবল দান।
যখন মনু ও পরাশর প্রণীত উভয় সংহিতাতেই একরূপ
ধর্ম্ম যাজনের অনুশাসন আছে; তখন মনু যে কলির ধর্ম্ম
কহেন নাই কেবল পারাশরই যে কলির ধর্ম্ম ইহা নির্ণয়
হইতে পারেনা।

যদ্যপি এতদ্বাক্য নাশুনিয়া পারাশরকেই কলির ধর্ম্ম বল
তবে মনুর সহিত পরাশরের অত্যন্ত বিরোধ হয়; তাহা-
তে ক্ষতি কি বলিলেও বলিতে পার; কিন্তু পরাশর যে
চারিযুগের ধর্ম্ম একবচনে নির্ণয় করিলেন; তন্নিমিত্ত যে তা
হাঁর কলিধর্ম্ম কথনের প্রতিজ্ঞায় অত্যন্ত দোষ স্পর্শ হইল
এতদ্বিবেচনা করা কর্ত্তব্য অর্থাৎ পরাশরের উচিত ছিলনা
যে আপন উক্ত সংহিতায় কলির ধর্ম্ম দানব্যতীত অন্য যুগত্র
য়ের ধর্ম্ম স্মরণ করেন। তদ্রূপ মনু গোতম শংখ লিখি-
ত প্রভৃতি সত্য ত্রেতা দ্বাপরের ধর্ম্ম বক্তারা শুদ্ধ আপ-
নং সংহিতায় তত্তৎ যুগোচিত তপস্যা; জ্ঞান যজ্ঞ ব্যতীত
দান ধর্ম্মোপদেশ না করেন।

বিশেষতঃ দ্বাপরের ধর্ম্ম কেবল যজ্ঞ; কিন্তু তদ্যুগের ধর্ম্ম
বক্তা শংখ ও লিখিত তৎ সংহিতায় যজ্ঞের বিশেষ বিধান
কিছুমাত্র করেন নাই; সুতরাং গ্রন্থ সমন্বয় করাতে স্পষ্টই
প্রতীত হইল যে যুগ সাধারণেই স্মৃতি সাধারণের বচন চ-
লিত আছে; এক্ষণে বিধবা বিবাহের অনুরোধে এযুগের
এস্মৃতি; এযুগের এস্মৃতি নহে এমত কহিতে পারিনা। তবে
কোন স্মৃতিতে কোন ধর্ম্ম ইঙ্গিতে কোন স্মৃতিতে স্পষ্ট

করিয়া কহিয়াছেন এই মাত্র ।

তাহার মধ্যে বিশেষমনু স্মৃতিই সর্ব্বোপরি সর্ব্বত্র মান্য তাঁহার অনুশাসন চিরকালই সমান চলিতেছে এবং সকল সংহিতাকারেরাই মান্য করেন; যেহেতু বেদ সংহিতাতে মনু স্মৃতিকেই স্মৃতি বলিয়া কহিয়াছেন; । যথা

মনুর্ব্বৈ যৎকিঞ্চিদবদত্তদ্ভেষজম্ভেষজতায়া
ইতি ছান্দোগ্যং ।

ছান্দোগ্য শ্রুতিতে কহেন যে মনুযেকিছু ধর্ম্ম কহিয়াছেন তাহাই মনুষ্যেরা ঔষধবৎ গ্রহণ করিবেক । অর্থাৎ মনুবাক্যই পথ্য ইহা নিশ্চয় হইল; কারণ বেদ বাক্যে যুগ ভেদ নাই অর্থাৎ সর্ব্ব যুগে মনুগ্রাহ্য ।

বৃহস্পতিরপ্যাহ । তাবৎশাস্ত্রাণিশোভন্তে
তর্কব্যাকরণানিচ । ধর্ম্মার্থ মোক্ষোপদেষ্টা
মনুর্যাবন্নদৃশ্যতে ॥ ইতি বৃহস্পতিঃ ।

বৃহস্পতি কহিয়াছেন; যে তাবৎ তর্কব্যাকরণাদি শাস্ত্র সকল শোভাপায় যাবৎ ধর্ম্মার্থ মোক্ষোপদেশক মনু প্রণীত শাস্ত্র দৃষ্ট নাহয় ।

অতএব পরাশরও আপনার উক্ত ধর্ম্মের দৃঢ়তা নিমিত্ত বহুস্থানে মনুরব্রবীৎ বলিয়া গিয়াছেন; অর্থাৎ আমি কহিনাই মনু বলিয়া গিয়াছেন । ইত্যর্থে বিচার সিদ্ধ হইল যে মনুবাক্য রক্ষা না করিয়া কোন যুগে কেহই ধর্ম্মস্থির রাখিতে পারেন না । পুরাণবিরোধে স্মৃতিমান্য । স্মৃতি বিরোধে শ্রুতিমান্য কিন্তু মনু স্মৃতির সহিত অন্য

স্মৃতির বিরোধ হইলে মনুস্মৃতিই মান্যহয় ৷ যথা

মনর্থবিপরীতাযাসা স্মৃতির্নপ্রশস্যতে॥০॥

ইত্যাদি ৷

মনুর অর্থ বিপরীতা যে স্মৃতি সে অগ্রাহ্যা; তবে (কৃতেতু মানবোধর্ম্মইত্যাদি কলৌপারাশরঃ স্মৃতঃ ইত্যন্তং) এই বচন কিরূপে রক্ষা পায়; তদ্বিষয়ের মীমাংসা এই যে (স্মৃতঃস্মরণ বিষয়ীভূতঃ ৷) অর্থাৎ সত্যে মনু প্রণীত ধর্ম্ম ত্রেতায় গোতম প্রণীত ধর্ম্ম, দ্বাপরে শংখ লিখিত প্রণীতধর্ম্ম; কলিতে পরাশর প্রণীতধর্ম্ম ও স্মরণ করিয়াছেন, তন্নিমিত্ত পারাশরই যে কলিরধর্ম্ম হইল ইহা স্থির সিদ্ধান্ত নহে ৷

অতএব সমস্ত শাস্ত্রের সমন্বয় করিয়া মনু শাস্ত্রের অবিরোধি ধর্ম্মগ্রাহ্য তদ্ভিন্ন অগ্রাহ্য ইহাই স্থির হইল, ৷

এক্ষণে এমত সন্ধান করা কর্ত্তব্য যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মনুশাস্ত্রে বিধবা বিবাহের বিধি আছে কিনা; আর সর্ব্ববেদজ্ঞ মহর্ষি পরাশর সংহিতোক্ত ধর্ম্ম মনু বিরোধি বটে কিনা ৷ যদি পারাশর ধর্ম্ম মনু বিরোধি হয়; তবে তন্মত গ্রহণকরা কোনমতেই কর্ত্তব্য কর্ম্ম হয়না ৷

এতদনুসন্ধানে এই স্থিরসিদ্ধান্ত যে; মনুশাস্ত্রে কলিভিন্ন অন্যযুগত্রয়ে আপদ্ধর্ম্মে সন্তান পরিক্ষয়ে বিধবাকে নিয়োগ করিয়া ক্ষত্রিয়েরা সন্তানোৎপত্তি করিতে পারে ৷ বিধবার বিবাহের বিধিনাই; ইহা তৃতীয় প্রশ্নোত্তরে দেখিতে পাইবেন ৷

এরূপ মনুবাক্যের প্রমাণে পরাশরধৃত (নষ্টেমৃতেবচন) বিধবা বিবাহ বিষয় পর নহে, তাহা হইলে পরাশরোক্ত স্মৃতির সহিত মনুর বিরোধ হয়; সুতরাং মনুর সহিত বিরোধ হইলে উক্ত স্মৃতিই অগ্রাহ্য হইবে। ইহাও উক্ত প্রশ্নোত্তরে স্পষ্টীকৃত হইবেক।

পরাশর যে (কলৌ পারাশরঃস্মৃতঃ) কহিয়াছেন সে প্রশংসাপর বাক্য। এমত প্রায়ই গ্রন্থকারেরা আপনং গ্রন্থের আধিক্য বর্ণনা করিয়া থাকেন। যথা।

কৃতেশ্রুত্যাদিতোমার্গ স্ত্রেতায়াং স্মৃতি চোদিতঃ। দ্বাপরেতু পুরাণোক্তঃ কলাবাগম সম্ভবঃ॥ ইত্যাগম বচনং॥

সত্যযুগে বেদোক্ত ধর্ম্ম; ত্রেতাযুগে স্মৃত্যুক্তধর্ম্ম; দ্বাপরযুগে পুরাণোক্ত ধর্ম্ম; কলিযুগে আগমোক্ত ধর্ম্ম। এতৎ বাক্যকে প্রশংসাবোধ না করিলে; শিব উক্তিজন্য কলিকালে আগমভিন্ন কোন স্মৃতিই গ্রাহ্য হইতে পারেনা; যদি কূটযুক্তি দ্বারা ঐবচনকে কলিমাত্র ধর্ম্ম প্রমাণ কর; তবে আগম বাক্যকে প্রতিপন্ন করিতে তৎপ্রতিপক্ষেরা কেন অশক্ত হইবেন; অর্থাৎ শিবোক্তির প্রাধান্য জন্য কলিতে স্মৃতি বাক্যের গ্রাহ্যতা নাই।

ধর্ম্ম শব্দ স্বভাব বাচীহয়। অতএব মহর্ষি পরাশর কলির স্বভাব বর্ণ্ণন করিয়াছেন; অর্থাৎ কলিযুগের ধর্ম্ম যে অসৎ তাহাই কহিয়া গিয়াছেন; ইহা পরাশর সংহিতার প্রথমাধ্যায়ের শ্লোকত্রয় দ্বারা প্রতিপন্ন করাগেল দৃষ্টিপাত

মাত্রে সকলেরই বোধগম্য হইবে । যথা

অভিগম্য কৃতেদানং ত্রেতাস্বাহূয় দীয়তে
দ্বাপরে যাচমানায় সেবয়া দীয়তে কলৌ ।।
ইতি পারাশরং ১ অং

পরাশর স্বয়ং কহিয়াছেন; যে সত্যযুগে গৃহীতার নিকট গিয়া দান করিবে । ত্রেতায় আহ্বান পূর্ব্বক স্বভবনে আনিয়া দান করিবে । দ্বাপরযুগে যাচ্ঞা করিলে দান দিবে । কলিযুগে সেবা করিলে অর্থাৎ পরিশ্রমবেতন স্বরূপ দান দিবে ।

ইহা যদি যুগধর্ম্ম অর্থাৎ যুগস্বভাব বর্ত্তনা বোধ নাকর; তবে কলিতে কাহার নিকটে গিয়া বা কাহাকে আহ্বান করিয়া; অথবা কেহ যাচ্ঞা করিলে দান করা কর্ত্তব্য কর্ম্ম হয়না; সুতরাং যুগে২ মনুষ্যের এইরূপ স্বভাবহয় । এবং কলির ধর্ম্ম যদি উৎকৃষ্টই হইত তবে পরাশরঋষি তাহার অপকৃষ্ট ফল দর্শন করাইতেন না । যথা

অভিগম্যোত্তমং দান মাহূতঞ্চৈব মধ্যমং ।
অধমং যাচ্যমানংস্যাৎ সেবাদানঞ্চ নিষ্ফলং ।।
ইতি পারাশরং ১ অং ।।

গৃহীতার নিকটেগিয়া যে সত্য যুগের দান সে উত্তম দান । ত্রেতাযুগে আহ্বান পূর্ব্বক মধ্যম দান । দ্বাপর যুগে যাচমান ব্যক্তিকে যে দান করে সেদান উপরোক্ত দান হইতে

অপকৃষ্ট দান। কলিতে সেবাকরিলে পরিশ্রম বেতনস্বরূপ যেদান সেদান নিষ্ফল॥

ইহাতে স্পষ্টই বোধ হইতেছে যে কলির অপকৃষ্ট ফল। অতএব বিচক্ষণেরা বিবেচনা করিবেন যে কলির ধর্ম্ম হেয় কি না। আর পরাশরোক্ত কলির হুৎসিৎস্বভাব বর্ণনাকে বিধিপরত্বে গ্রহণ করিলে সকল ধর্ম্মই নষ্ট হয়; সাধুব্যক্তিরা যদি ভ্রান্তিবশতঃ যুগধর্ম্মানুসারে কদাচিৎ কোন কর্ম্ম করেন; তবে কলিধর্ম্ম কথনের প্রকরণ মধ্যেই তাহাদিগের প্রতি ঐ পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিতে পরাশর আজ্ঞা করিয়াছেন। যথা

যুগেযুগেচ সামর্থ্য শেষং মুনিভির্ভাষিতং। পরাশরেণ চাপ্যুক্তং প্রায়শ্চিত্তং প্রধীয়তে॥ ইতি পারাশরং। ১অং

যুগে যুগে মনুষ্যের সামর্থ্য হ্রাস হইবে ইহা মুনিগণ কর্ত্তৃক ভাবিত হইয়াছে; একারণ অবিধেয় কর্ম্মাচরণ করিলে প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইবে পরাশর বিধি দিয়াছেন।

অর্থাৎ যুগানুসারে মনুষ্যদিগের শক্তি; ওজঃ; সাহস; বুদ্ধির হ্রাস প্রযুক্ত যদি কেহ কালোক্ত কর্ম্মকে সহজ সাধ্য জানিয়া আচরণ করে; তবে সেইব্যক্তি পরাশরের মতে অবশ্যই প্রায়শ্চিত্তার্হ হইবেক। সুতরাং ইহাতে এই ভাসমান হইল যে পরাশর ভঙ্গীক্রমে কলিযুগের কর্ম্ম যে অপকৃষ্ট তাহাই জানাইয়াছেন; অতএব সেসকল বাক্য বিধি পরত্বে গৃহীত হয়না।

অনন্তর। বিদ্যাসাগর; মহাশয় সকলের সংশয় চ্ছেদনার্থ স্বকৃত পুস্তীর ৬ পৃষ্ঠায় ৯পংক্তি অবধি লিখিয়াছেন।

"পারাশর সংহিতার যেরূপ আরম্ভ হইতেছে তাহাদেখিলে কলিযুগের ধর্ম্ম নিরূপণই যে পরাশর সংহিতার উদ্দেশ্য সেবিষয়ে সংশয় মাত্র থাকিতে পারেনা। যথা অথাতো হি ম শৈলাগ্রে ইত্যাদি সূক্ষ্ম স্থূলঞ্চ বিস্তরা দিতাস্তৎ,,

উত্তর। বিদ্যাসাগর মহাশয় বজ্রবন্ধের ন্যায় লিপি কৌশলে সর্ব্বসাধারণের দৃঢ় প্রত্যয়ার্থ পরাশর সংহিতার প্রথম শ্লোক অবধি অষ্টাদশ শ্লোক পর্য্যন্ত উক্ত সংহিতার আরম্ভ প্রকার লিখিয়া প্রকাশ করিয়াছেন; তাহার উত্তর দিবার বিশেষ প্রয়োজনাভাব।

অপর; ৯ পৃষ্ঠার ১ পংক্তি অবধি ১৩ পংক্তি পর্য্যন্ত এই অভিপ্রায়ে লেখেন। যথা

"পরাশরের দ্বিতীয় অধ্যায়ের আরম্ভে ও কলিধর্ম্ম কথনের প্রতিজ্ঞা স্পষ্ট দৃষ্ট হইতেছে। যথা

অতঃ পরং গৃহস্থস্য ধর্ম্মচারং কলৌযুগে। ধর্ম্মং সাধারণং শক্যং চাতুর্বর্ণ্যাশ্রমাগতম্॥ সং প্রবক্ষ্যাম্যহং পূর্ব্বং পরাশর বচোযথা।

অতঃ পর গৃহস্থের কলিযুগে অনুষ্ঠেয় ধর্ম্ম ও আচার বর্ণন করিব। পূর্ব্বে পরাশর যেরূপ কহিয়া ছিলেন। তদনুসারে চারিবর্ণের ও আশ্রমের অনুষ্ঠান ক্ষম সাধারণ ধর্ম্ম বলিব। অর্থাৎ লোকে কলিযুগের যেসকল ধর্ম্মের অনুষ্ঠান করিতে পারিবেক এরূপ ধর্ম্ম কহিব।

এই সমুদায় দেখিয়া পরাশর সংহিতা যে কলিযুগের ধর্ম্ম

শাস্ত্র এবিষয়ে আর কোন আপত্তি অথবা সংশয় করা যাইতে পারেনা।

উত্তর। এতল্লিপির অভিপ্রায়ের বিবেচনা করিলে পণ্ডিত মহাশয়ের বিশেষ চাতুর্য্যই প্রকাশ পায়; অর্থাৎ যে-রূপ লিপির ভঙ্গী হইয়াছে তাহাতে সামান্য লোকের বোধ অবশ্যই হইতে পারে যে পরাশর সংহিতাই কলির ধর্ম্মশাস্ত্র। অতএব ইহাই এযুগের মান্য এবং উক্তসংহিতার প্রথমাধ্যায় অবধি দ্বাদশাধ্যায় পর্য্যন্তই বুঝি কেবল কলির ধর্ম্মের বর্ণনা আছে; সুতরাং চতুরের চাতুর্য্যেই স্বরূপ বলিয়া অনেকের বোধগম্য হইয়াছে; এইহেতু পরাশর সংহিতার সকল অধ্যায়ে যে কলিধর্ম্ম বর্ণন নাই তাহা সর্ব্ব সাধারণের উদ্বোধন জন্য লিপি প্রয়োগে বাধিত হইলাম। যথা

অতঃ পরাশর সংহিতায়াঃ প্রথমাধ্যায় দ্বিতীয়াধ্যায়য়োরসকৃৎ কলিশব্দ প্রয়োগেণ সর্ব্বেধর্ম্মাঃকৃতেজাতাঃ সর্ব্বেনষ্টাঃ কলৌযুগে। চাতুর্বর্ণ্যসমাচারং কিঞ্চিৎ সাধারণং বদ ইত্যনেন পৃষ্টব্য কলিধর্ম্মস্য প্রথমাধ্যায়ে। অহমদ্যৈব তদ্ধর্ম্ম মনুস্মৃত্য ব্রবীমিবঃ। চাতুর্বর্ণ্য সমাচারং শৃণুধ্বং মুনিপুঙ্গবাঃ। ইত্যনেন দ্বিতীয়াধ্যায়েচ। অতঃপরং গৃহস্থস্য ধর্ম্মাচারং কলৌযুগে। ধর্ম্মং সাধারণং শক্যং চাতুর্বর্ণ্যা শ্রমাগতং। ইত্যনেন চোপক্রম্য দ্বিতীয়াধ্যায়োপসংহারেচ। চতুর্ণামপিবর্ণানাং যেষধর্ম্মঃ

সনাতন ইত্যনেনোপসংহারেণচ তত্রৈব প্রাচুর্য্যেণ কলিধর্ম্ম উক্তঃ পরাশরেণ তৃতীয়াধ্যায়াদৌতু কলিশব্দ স্যাশ্রুয়মাণত্বাৎ ভূম্নি মরণাদিভি কলি বিরুদ্ধ ধর্ম্ম স্যোক্তত্বাচ্চ সত্যাদি যুগসাধারণ ধর্ম্মএবোক্তঃ ইতি সামঞ্জস্যং॥

পরাশর সংহিতার ১ অধ্যায়ে ও দ্বিতীয়াধ্যায়ে পুনঃপুনঃ কলিশব্দ প্রয়োগদ্বারা স্পষ্ট প্রতীয়মান হইতেছে যে উক্ত সংহিতার ১ প্রথমও ২ দ্বিতীয় অধ্যায় পর্য্যন্তই বাহুল্যরূপ কলিধর্ম্ম ব্যক্ত হইয়াছে। অর্থাৎ বেদব্যাস প্রশ্ন করেন; হেপিতঃ। সকল ধর্ম্ম সত্যে উৎপন্ন, কলিতে নষ্ট হইবে। অতএব চারিবর্ণের সধারণ ধর্ম্ম কিঞ্চিৎ বলুন॥

এতৎ প্রশ্নানন্তর পরাশর যাহা কহিয়াছিলেন; তাহাই অনুস্মরণ করতঃ বেদব্যাস ঋষিগণকে কহিতেছেন। যথা

অহমদ্যৈব তদ্ধর্ম্ম মনুস্মৃত্য ব্রবীমিবঃ।
চাতুর্বর্ণ্য সমাচারং শৃণুধ্বং মুনিপুঙ্গবাঃ॥
ইতি পারাশরং।

হেঋষয়ঃ। তোমাদিগের প্রশ্নে আমি সত্যযুগে মনুকর্তৃক উক্ত যে সমস্ত ধর্ম্ম; ত্রেতাযুগে গোতম উক্ত যে সমস্ত ধর্ম্ম দ্বাপরযুগে শংখও লিখিত উক্তযে সমস্ত ধর্ম্ম এবং কলিতে পরাশর উক্তযে সমস্তধর্ম্ম সেই সকল ধর্ম্ম স্মরণ করিয়া চারিবর্ণের আচার বলিতেছি তোমরা শ্রবণ করহ। এতৎবচনে পূর্ব্বোক্ত স্মৃত শব্দ স্মরণার্থক তাহা স্পষ্ট হইল। ইহাতে এমত সংশয় করা যাইতে পারেনা যে সত্য

যুগের লোকব্যতীত অন্যান্য যুগের লোকেরা মানব ধর্ম্ম যাজন করিবেন না।

অর্থাৎ মনুপ্রভৃতি ধর্ম্মবক্তারা সত্যত্রেতাদ্বাপর কলিযুগের অনুষ্ঠেয় ধর্ম্ম পৃথক্২ কহিয়াছেন এমত নহে; এই সকল যুগে এক ২ জন এক ২ ধর্ম্মশাস্ত্র প্রকাশ করিয়াছেন এই মাত্র, নচেৎ (কলৌ)শব্দে কলির এমন বুঝায়না কিন্তু(কলিতে) ইহাই স্পষ্ট বোধহয় সুতরাং কলিতেপরাশর কহিয়াছেন ইহাই সুসঙ্গত।

অনন্তর দ্বিতীয়াধ্যায়ের প্রথমে লিখিয়াছেন। যথা।

অতঃপরং গৃহস্থস্য ধর্ম্মাচারং কলৌযুগে।
ধর্ম্মং সাধারণংশক্যং চাত্তর্বর্ণ্যাশ্রমাগতং।
ইতি পারাশরং ২ অং।

অতঃপর কলিযুগের গৃহস্থদের ধর্ম্ম ও আচার অর্থাৎ স্বভাব ও রীতিনীতি ব্যবহার সাধারণ বলিব যাহা চারিবর্ণেরসসাধ্য হয়।

এই উপক্রম অর্থাৎ গ্রন্থের প্রকরণে কলিধর্ম্ম কথনের প্রতিজ্ঞা করিয়া দ্বিতীয়াধ্যায় সম্যক্ কথনানন্তর অধ্যায় সমাপ্তি কালে কলিধর্ম্ম কথনের উপসংহার অর্থাৎ আকাংক্ষার নিবৃত্তি করিয়াছেন। যথা

ভবন্ত্যল্পায়ুষ স্তেবৈ পতন্তি নরকেচ।
চত্তর্ণামপি বর্ণানা'মেষ ধর্ম্মঃ সনাতনঃ॥
ইতি পারাশরং ২ অং।

কলিধর্ম্মে অর্থাৎ কলি যুগানরূপ ধর্ম্মের সমাচরণে

লোক সকল অল্পায়ু হইবেক। এবং অবিরত পাপ কর্ম্মের সমাচরণ নিমিত্ত মরণানন্তর নরকে পতিত হইবে। অতএব কলিকালে চাতুবর্ণ্যের এই ধর্ম্মই সনাতন। অর্থাৎ ইহারা নিরন্তর পাপ কর্ম্মকেই ধর্ম্ম বলিয়া গ্রহণ করিবে।

পণ্ডিতেরাই বিবেচনা করিবেন যে এইশ্লোক কলিধর্ম্ম কথনরূপ প্রকরণের উপসংহার কি না।

অনন্তর; পরাশর সংহিতার তৃতীয়াধ্যায় অবধি সাধারণ যুগধর্ম্ম কথনের প্রয়োজন বিধায় ভিন্নোপক্রম করেন। যথা।

অতঃশুদ্ধিং প্রবক্ষ্যামি জননে মরণে তথা।
দিনত্রয়েণ শুদ্ধন্তি ব্রাহ্মণা. মৃতসূতকে।
ক্ষত্রিয়োদ্বাদশাহেন বৈশ্যঃপঞ্চদশাহকৈঃ।
শূদ্রঃশুদ্ধতি মাসেন পরাশর বচোযথা॥
ইতি পারাশরং ৩ অং।

অতঃপর জনন মরণের শুদ্ধি কহিব যেরূপ পরাশর কহিয়াছেন অর্থাৎ তিনদিবসে ব্রাহ্মণেরা শুদ্ধ হইবেন ক্ষত্রিয় দ্বাদশদিবসে; বৈশ্যপঞ্চদশ দিবসে শূদ্র একমাসে শুদ্ধ হইবে।

অতএব পরাশর সংহিতোক্ত বচন সকলের সমন্বয় করাতে স্থির হইল যে পরাশর যুগসাধারণের ধর্ম্মই কহিয়াছেন; নচেৎ কেবল কলিধর্ম্ম কহিলে ব্রাহ্মণেরঅশৌচসঙ্কোচ লিখিতেন না যেহেতু ব্রাহ্মণকে একালে তিনদিনঅশৌচ গ্রহণ করিতে দেখাযায়না। সুতরাং উক্তসংহিতার প্রথম ও দ্বিতীয় অধ্যায়পর্য্যন্তইকলিধর্ম্ম বাহুল্যেকথন। অনন্তর

তৃতীয়াধ্যায় অবধি দ্বাদশাধ্যায় পর্যন্ত যুগসাধারণের ধর্ম্ম উক্ত হইয়াছে। যেহেতু তৃতীয়াধ্যায়াবধি আর কলিশব্দ শ্রবণ হয় না। এবং গ্রন্থসমাপ্তেও আমি কলিধর্ম্ম কহিলাম বলিয়াও উপসংহার করেননাই। অতএব ১২ অধ্যায় ত্যাগে অপর দশঅধ্যায় সাধারণ যুগধর্ম্ম অর্থাৎ কলিবিরুদ্ধ যে ভৃগ্বাদি মরণ অর্থাৎ উচ্চহইতে পতিত হইয়া কি অগ্নিপ্রবেশ দ্বারা মরণও অশ্বমেধ যজ্ঞ সত্যাদি যুগ প্রশস্ত সাধারণ ধর্ম্ম ক্রমশঃ বিস্তারিত করিয়া কহিয়াছেন। ইহাতে আর কোন সংশয় বা আপত্তি করিতে পারিবেননা; যদি করেন সে অনপযুক্ত। সুতরাং চতুর্থাধ্যায়ের শ্লোককে যাঁহারা কলিধর্ম্মের প্রমাণ করেন সে তাহাঁদিগেরই নিজপাণ্ডিত্য স্থির হইল; কলিযুগেসকল ব্রাহ্মণেরই দশাহাশৌচ; কোন মতে অশৌচ সঙ্কোচ নাই। পুনরপি পরাশর উক্ত করিয়াছেন; যথা।

যজেত বাশ্বমেধেন রাজাতু পৃথিবীপতিঃ।
ইতি পারাশরং ১২ অং।

পৃথিবীপতি রাজা অশ্বমেধ দ্বারা যজ্ঞ করিবেন ইহাও কলীতর ধর্ম্ম।

এতদ্বিচারে নিশ্চয় হইল যে পরাশর সংহিতার প্রথম ও দ্বিতীয় অধ্যায় পর্য্যন্তই কলিধর্ম্ম উক্ত হইয়াছে। যেহেতু কলীতর যুগের ধর্ম্ম অশ্বমেধাদি যজ্ঞের অনুশাসনও পরাশর সংহিতায় দৃষ্ট হইতেছে॥

অতএব পরাশর সংহিতারমতে সাধারণ যুগধর্ম্মানুশাসন

নের যখন প্রমাণ হইল তখন এই জিজ্ঞাসা করা যাইতে পারে; যে উক্ত পণ্ডিতমহাশয় প্রধানপণ্ডিত হইয়া কি পরাশর সংহিতার প্রকরণ কথনের উপক্রম ও উপসংহার প্রতি দৃষ্টিপাত করেন নাই; অর্থাৎ গ্রন্থকর্ত্তারা যে প্রকরণ কহিবেন তাহার অগ্রেই উপক্রম করিয়া পশ্চাৎ উপসংহার দ্বারা আকাংক্ষার নিবৃত্তি করিয়াথাকেন।

অতএব যে পরাশর সংহিতার ১।২ অধ্যায়ে কলিধর্ম্ম কথনের উপক্রম করিয়া দ্বিতীয়াধ্যায়ের শেষে কলিধর্ম্ম কথনের উপসংহার করিয়া তৃতীয়াধ্যায়ের প্রথমাবধি দ্বাদশাধ্যায় পর্য্যন্ত সত্যাদি যুগ সাধারণের ধর্ম্ম কহিয়া গিয়াছেন। সেই পরাশরসংহিতার চতুর্থাধ্যায়ে; কি; কলিরধর্ম্মানুশাসন বলিয়া (নষ্টেমৃতে) বচনের অর্থে বিধবাবিবাহের বিধি হইতেপারে ?যেখানেকলিশব্দের বাস্প ও নাই।

যদ্যপি সাগরের পরাশর সংহিতায় বিশেষ দৃষ্টি থাকিত;তবেকদাপি তাহার চতুর্থাধ্যায়ের প্রকরণ ভিন্নে উক্ত যে (নষ্টেমৃতে বচন) তদ্দারা উপস্থিত বিধবা বিবাহ বিষয়ক স্বযুক্তিকে প্রতিপন্ন করিতে কখনই পারিতেন না।

কলিতার্থপরাশরাভিপ্রায়ে ঐ বচনমৃতপতিক বাগ্দত্তা বিষয় ব্যতীত সংস্কৃতা বিধবা বিবাহের বিষয় বলিয়া ধৃতকরা যায়না। তবে বিধবাদিগের সনাতন ধর্ম্ম বিনাশের কারণ যাঁহাদিগের করুণা বরুণালয় উথলিয়া উঠিয়াছে তাঁহারাই বিধবাবিবাহের বিধি বলিয়া উক্ত বচনকে ধৃত করিতে পারেন।

বিশেষতঃ আর ও বিচার্য্য হইতে পারে; যে পরাশর সং হিতায় কি বিবাহ বিষয়ে কেবল বিধবা বিবাহই কহিয়াছেন; স্পষ্ট যে শিষ্ট সম্মত ব্রাহ্ম্যাদি অষ্ট বিবাহ তাহাকে স্পষ্ট ও করেন নাই; যদি পরাশরের মতে চলাই শ্রেয় হয়; তবে কলিতে পরাশরোক্ত বিধবাবিবাহ ভিন্ন অন্য বিবাহ করাই মতহয়না। সুতরাং এইবিষয়ের বিচারে পরাশর ধৃত (নষ্টেমৃত ইত্যাদি) বচন বাগ্দত্তাবিষয়ই স্পষ্ট হইল।

এবং উক্তসংহিতার প্রথম অধ্যায়ে শুদ্ধ কলিযুগের স্বভাব বর্ণন করিয়াছেন; তাহা দ্বিতীয়ধ্যায়ের শেষশ্লোকে স্পষ্ট করিয়া কহিয়াছেন। যথা (ভবন্ত্যল্পায়ুষস্তেবৈ পতন্তি নরকে যুচ) কলিধর্ম্মানুগামী ব্যক্তিরাঅল্পায়ু এবং মরণানন্তর ঘোরতর নরকে পতিত হইবেক।

অতএব যখন পরাশরোক্ত কলিধর্ম্ম যাজনের এরূপ ফল উক্ত হইয়াছে; তখন তাহা হেয় কি উপাদেয় ইহার বিচারকরা সল্লোক দিগের অবশ্য কর্ত্তব্য।

কূটযুক্তিকে পরিত্যাগ করিয়া পারাশরের এই স্বরূপ যুক্তির প্রতি বুদ্ধিসংযোগ করিলে বোধহইতে পারে যে তদভিপ্রায়ের সহিত শ্রুতি স্মৃতি পুরাণেতিহাস; এবং হেমাদ্রি কালমাধবীয়; রত্নাকর; কামধেনু; কল্পতরু; বাচস্পতি মিশ্র; শূলপাণি; জীমূতবাহন; হলায়ুধ; মাধবাচার্য্য; বিজ্ঞানেশ্বরাচার্য্য; মেধাতিথি; গোবিন্দানন্দ; গোবিন্দরাজ; কুল্লূকভট্ট; আধুনিকরঘুনন্দন ভট্টাচার্য্য প্রভৃতিকাহারওসহিত বিরোধ জম্মেনা; শুদ্ধ বিরুদ্ধ মতঅবলম্বীর লিপিনিবন্ধন কৌ-

শলে উক্তবচনকে বিধবা বিবাহ বিষয়ে ধৃত করিলেই সকল শাস্ত্রের সহিত বিরোধ উপস্থিত হয় এবং পরাশর সংহিতার ও সকল বচনের ঐক্য থাকেনা ইদানীন্তন কালের সুসভ্য পণ্ডিতদিগের নিকট প্রাচীন২ গ্রন্থকার ও সংগ্রহকার এবং ভাষ্যকার মাধবাচার্য্য প্রভৃতিরা এককালেই গণ্ডমূর্খ হইয়াছেন ॥

ইতি দ্বিতীয় প্রশ্নোত্তর সমাপ্তঃ ।

তৃতীয় প্রশ্নোত্তর ।

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ভট্টাচার্য্য মহাশয় স্বকৃত পুস্তকের ৯ পৃষ্ঠার ১৪ পংক্তি অবধি লিখিয়াছেন । যথা ।

“ এক্ষণে ইহা স্থির হইল যে পরাশর সংহিতাই কলিযুগের ধর্ম্মশাস্ত্র ; অতঃপর অনুসন্ধান করা আবশ্যক বিধবাদিগের বিষয়ে পরাশর সংহিতাতে কি ধর্ম্ম নিরূপিত আছে । উক্ত গ্রন্থের চতুর্থাধ্যায়ে লিখিত আছে ।

নষ্টেমৃতে প্রব্রজিতে ক্লীবেচ পতিতে পতৌ । পঞ্চস্বাপৎসু নারীণাং পতিরন্যো বিধীয়তে ॥ মৃতেভর্ত্তরি যানারী ব্রহ্মচর্য্যে ব্যবস্থিতা । সামৃতা লভতে স্বর্গং যথাতে ব্রহ্মচারিণঃ । তিস্রঃ কোট্যর্দ্ধ কোটীচ যানি লোমানি মানবে । তাবৎ কালং বসেৎ স্বর্গং ভর্ত্তারং যানুগচ্ছতি ॥

স্বামী অনুদ্দেশ হইলে মরিলে ক্লীবস্থির হইলে সংসারধর্ম্ম পরিত্যাগ করিলে অথবা পতিত হইলে স্ত্রীদিগের পুনর্ব্বার বিবাহ শাস্ত্র বিহিত । যেনারী স্বামীর মৃত্যু হইলে ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করিয়া থাকে সে দেহান্তে স্বর্গলাভ করে ; মনুষ্য

শরীরে যে সার্দ্ধ ত্রিকোটী লোম আছে যেনারী স্বামীর সহ গমন করে তৎসমকাল স্বর্গে বাসকরে।

পরাশর কলিযুগে বিধবাদিগের পক্ষে তিনবিধি দিতেছেন।

প্রথম বিবাহ দ্বিতীয় ব্রহ্মচর্য ৩ তৃতীয় সহগমন॥,,

উত্তর; উক্তপণ্ডিত মহাশয়কে শত শতবার ধন্যবাদকরি নিজমনোভিমত এতৎ বচনত্রয়ের অর্থকরিয়া পুস্তককে ভাল সজ্জীকৃত করিয়াছেন।

নষ্টেমৃতে বচনে অন্যপতি করিবে তদর্থে বিধবা বিবাহ কিরূপে কহিতে শক্তহয়েন। যদিবলেন; বিবাহভিন্ন পতি বলা যায় না অতএব অন্যপতি বলাতেই বিবাহ বলা হই য়াছে। উত্তরঃ বিবাহ ব্যতিরেকেও পতি বলাযায়। যদ্রূপ ব্যভিচারিণী স্ত্রীর পতি ভিন্ন অন্য নায়ককে উপপতি বলে; তদ্রূপ এখানেও এমত অর্থ করিলেও করিতে পারে যে কলিরধর্ম্মে পরাশর পঞ্চাপৎ কালে স্ত্রীলোকের ইন্দ্রিয় বেগের শান্তিজন্য স্পষ্টরূপ অন্যদৃশপতি অর্থাৎ উপপতি র বিধান করিবে। তখন পারাশর ধর্ম্মবলিয়া শাসন দিলেইবা ক্ষতিকি। ফলে এবিবাহেও তাই ঘটিতেছে।

পতিশব্দে অনেক বুঝায় সেসকল অর্থের প্রয়োজন নাই আমিও বিদ্যাসাগরেরঅভিপ্রায় সিদ্ধ বচনের অর্থ স্বরূপ প্রকা শ করিতেছি. এই নষ্টেমৃতের অর্থে বিধবা বিবাহের সিদ্ধি হয়না; তাহা নিম্নে শ্লোকাভিপ্রায় ব্যাখ্যার কালে ব্যক্ত করা যাইবেক। সংপ্রতি জিজ্ঞাসাকরি; যে ব্রহ্মচর্য্য অনু গমনের সহিত কি বিধবার বিবাহ তুল্য ধর্ম্মহয়; ব্রহ্মচর্য্য

ও সহমরণ ধর্ম্মকে কাম্য বলিয়াছেন; তদনুষ্ঠানে বিধবার স্বর্গভোগ হয়, যদি তাহার তুল্যধর্ম্ম বিধবার বিবাহ পরাশর মতে স্থির করা যায়; তবে তাহাকেও কাম্য বলিতে হইবে। কাম্য হইলে পরাশর তাহার ফলপ্রদর্শন কেন করাইলেন না। ইহা কোন বিচক্ষণেরই গম্য নহে, অনুভব করি যে এঅভিপ্রায়ের এইফল পণ্ডিত মহাশয় স্থিরকরিয়া থাকিবেন যে ব্রহ্মচর্য্য ও সহমরণে দেহান্তে স্বর্গভোগ হয়; বিবাহ করিলে বিধবারা ইহলোকে এতৎশরীরেই স্বর্গভোগ করিবার যোগ্য হইবেক সুতরাং সাক্ষাৎ সুখের কাছে পারত্রিক সুখের গৌরব কি?। কি, চমৎকারের বিষয়; মৃতপতিকার ব্রহ্মচর্য্য অনুমরণের সহিত কি বিবাহ করায় তুল্যধর্ম্ম হয়?। আর (নষ্টেমৃতে প্রব্রজিতে ক্লীবেচ পতিতে পতৌ ইত্যাদি) বচনে কি সংস্কৃত বিধবা স্ত্রীর বিবাহ দেওয়ায় শাস্ত্রজ্ঞাকে রক্ষা করা হয়?। ভিন্নাধিকারের অনুশাসক বচন লইয়া ভিন্ন ধর্ম্ম যাজন করায় অর্থাৎ বাগদত্তা বিষয়ক বচন লইয়া বিধবা বিবাহ স্থির করিলে দুরদৃষ্টজন্মে;।

যদি ঐ নষ্টেমৃতে বচন লইয়া নিতান্তই বিধবা বিবাহের বিধিকরিতে চাহেন; তবে অন্যান্য পণ্ডিতেরা পতিশব্দে রক্ষাকর্ত্তা বলিতে নাপারিবেন কেন। অথবা অন্যে (পতিরন্যোহবিধীয়তে) এমতও কহিবেন অর্থাৎ এরূপ পঞ্চাপৎ হইলেও স্ত্রীলোকের অন্যপতি অবিধেয় হইবে। কিন্তু আমি এসকল অর্থকরিয়া উত্তর দিতেইচ্ছুক নহি; বিদ্যাসাগর যাহা লিখিয়াছেন তন্মতস্থির রাখিয়া উক্ত বচনের

বিষয় ভিন্ন দর্শন করাইতেছি। যেহেতু স্বল্পোত্তর প্রদান দ্বারা প্রতিবাদীকে নিরস্ত করিয়া দেশের হিত এবং ধর্ম্মকে স্থির রাখা উচিত।

বিচক্ষণ দিগের পুরতঃ আরওএক উপাদেয় ধর্ম্ম প্রকাশ করিয়া লিখিতেছি; সর্ব্বশাস্ত্রে কহে এবং সকলেই জানেন যে কঠিনকর্ম্ম সহগমন; তদশক্তে ব্রহ্মচর্য্য। কিন্তু বিদ্যাসাগর মহাশয় পারাশরমত বলিয়া বিধবার তিনধর্ম্ম জানাইয়াছেন; অর্থাৎ প্রথম বিধবার বিবাহ; দ্বিতীয় ব্রহ্মচর্য্য তৃতীয় সহমরণ;। সুতরাং এযুক্তিতে সুন্দর বোধ হইতেছে যে বিধবার পক্ষে ব্রহ্মচর্য্য সহমরণাপেক্ষা বিবাহই কঠিন সাধ্য। অর্থাৎ বিবাহ করিতে অশক্ত হইলে ব্রহ্মচর্য্য তদশক্তে অনুমৃতা হইবেক; এই বিদ্যাসাগরীয় যুক্তিতে কলিযুগে শক্তি হ্রাস প্রযুক্ত কঠিন কর্ম্ম সাধনে অক্ষমতা বিধায় বিধবার বিবাহ না করাই শ্রেয় হইয়া উঠিল; সহজকর্ম্মসহরণ তাহা রাজা নিবারণ করিয়াছেন; সুতরাং নিকৃষ্ট পক্ষে ব্রহ্মচর্য্যই স্থির হইল কিনা; ইহা বিবেচনা করুন।

এতদ্বিষয়ে মৌনাবলম্বন না হইয়া থাকা যায় না; পণ্ডিত মহাশয়ের পূর্ব্বে আরবীয় কি পারস্য শাস্ত্রে বিদ্যা অবশ্যই ছিল ইহা অনুভব সিদ্ধ হইতেছে, যেহেতু তৎসংস্কার বশতঃ বলোন্নাবর্ত্তে যুক্তিকে ধাবমানা করিয়াছেন। পূর্ব্ব সম্বন্ধে সকল বস্তুই ত্যাজ্য শুদ্ধ বিদ্যাই প্রতিজন্মে সঙ্গে সঙ্গে গমন করেন।

যাহউক বিধবা বিবাহ যে অবিধেয় তৎ প্রমাণার্থে বিদ্যা

সাগরম হ শয়ের যুক্তিকেই বলবতী করিয়া লওয়া গেল। তৎকৃত পুস্তকের ১৯ পৃষ্ঠায় ৬ পংক্তিতে ব্যাসসংহিতার প্রমাণভূত করিয়াছেন; যথা।

" শ্রুতি স্মৃতিপুরাণানাং বিরোধোযত্র দৃশ্যতে।তত্রশ্রৌতং প্রমাণন্তু তয়োর্দ্বৈধে স্মৃতির্বরা ॥

যেস্থলে বেদ স্মৃতি ও পুরাণের পরস্পর বিরোধ দৃষ্ট হই বেক তথায় বেদই প্রমান আর স্মৃতি ও পুরাণের পরস্পর বিরোধ হইলে স্মৃতিই প্রমাণ ॥..

ইহাতে বিরুদ্ধ পক্ষীয়েরা কোন আপত্তি করিতে পারি বেন না; অর্থাৎ বেদ প্রমাণ হইলে তাঁহারদিগকে অবশ্য গ্রাহ্য করিতে হইবে যেহেতু বেদের প্রমাণ বলবৎ ইহা বিদ্যাসাগরই স্বীকার করিয়াছেন; এতন্নিমিত্ত তৈত্তিরীয় য জুঃ সংহিতার ষষ্ঠকাণ্ডে ষষ্ঠপ্রপাঠকে চতুর্থানুবাকে তৃতীয় কণ্ডিকাতে স্ত্রীলোকের দ্বিতীয় বিবাহের নিষেধ দৃষ্টকরা ইতেছি। যথা

যং কাময়েত স্ত্র্যস্য জায়েতে ত্যুপান্তে তস্য ব্যতিষজেৎ স্ত্র্যেবাস্য জায়তে। যং কাময়েত পুমানস্য জায়েতে ত্যান্তং তস্য প্রবেষ্ট য়েৎ পুমানেবাস্য জায়তে ॥

যদেকস্মিন্ যূপেদ্বেরশনে পরিব্যয়তি। তস্মাদেকোদ্বেজায়ে বিন্দতে। যন্নৈকাং র শনাং দ্বয়োর্যূপয়োঃ পরিব্যয়তি। তস্মা- ন্নৈকা দ্বৌপতী বিন্দতে।

যজুঃসংহিতায়াং।

লৌকিক দৃষ্টান্তে নৈকস্মিন্নগ্নিকে রশনাদ্বয় বেষ্টন মগ্নিকে দ্বয়ে একরশনা বেষ্টন নিষেধ দ্বারা পুরুষস্য বিবাহদ্বয় বিধিঃ । স্ত্রিয়া বিবাহদ্বয় নিষেধ স্তুবিদধৎ একস্মিন যূপে রশনাদ্বয় বেষ্টনং বিধত্তে । যদেকস্মিন্ যূপে দ্বেরশনে পরিব্যয়তি তস্মাদেকো দ্বেজায়ে বিন্দতে । যন্নৈকা রশনাং দ্বয়ো র্যূপয়োঃ পরিব্যয়তি তস্মান্নৈকা দ্বৌপতী বিন্দতইতি । বিদ্যারণ্য ভাষ্যং

অস্যার্থঃ । যজ্ঞে একযূপে দুই রশনা অর্থাৎ রজ্জু বেষ্টন করিতে পারে । কিন্তু একরশনা যূপদ্বয়কে বেষ্টন করিতে পারেনা । ইহা বেদেস্পষ্ট আজ্ঞা করিয়াছেন । একারণ লোকে এক পুরুষ বিবাহদ্বয় করিতে পারিবে একস্ত্রীর বিবাহদ্বয় হইতে পারেনা; অর্থাৎ স্ত্রীলোকের পুনঃ২ বিবাহ নিষেধঃ করিয়াছেন ।

বিদ্যারণ্য স্বামী যাস্ক; উর্ণনাভ; শাকপূণি প্রভৃতি নিরুক্তকার ঋষিদিগের অভিপ্রায় জানিয়া উক্ত বেদার্থে নিশ্চয় করিয়াছেন; যে স্ত্রীলোকের পুনর্ব্বার বিবাহ বিধি বেদে নাই; পুরুষের আছে; এতন্নিমিত্ত চিরকালপর্য্যন্ত বেদ প্রণীত শ্রোত চলিয়া আসিতেছে এবং তৎপ্রথার অনুসারে পুরুষের স্ত্রীবিয়োগ হইলে দ্বিতীয়বার বিবাহ হয়; স্ত্রীলোকের বিবাহ দ্বিতীয়বার বেদ বিরুদ্ধ বলিয়া সৃষ্টির প্রথমাবধি সহমরণ ও ব্রহ্মচর্য্য করণের বিধি স্থির রহিয়াছে । এবিধায় বেদাজ্ঞামতে বিধবার পুনর্বিবাহ করণ নিষেধ হইল ।

স্বল্পবুদ্ধিজনে এমত যুক্তি করিতেও পারে যে স্ত্রীলোকে পতি বিদ্যমানে দ্বিতীয় পতি করিতে পারিবেনা; পতি ম-

রিলে বিবাহ করিতে পারিবে। ইহা যুক্তিসহ নহে। যেহেতু বেদে যখন স্ত্রীলোকের বিবাহদ্বয় নিষেধ করিয়াছেন, তখন কোনক্রমেই বিবাহ করিতে পারেন, বেদে যেমন পুরুষের বিবাহদ্বয় বিধি দিয়াছেন, সেইরূপ মৃতপতিকার বিবাহ হইতে পারে বলিয়া বিধি নাদিলেন কেন অতএব পতির অর্দ্ধ শরীর পত্নী বলিয়া উপনিষদে উক্ত করায় জীবৎ কি মৃত পতিকার বিবাহ এককালীন নিষিদ্ধ হইয়াছে।

সুতরাং বেদাভিপ্রায়ের ঐক্য বিধায় মনু এবং অন্যান্য স্মৃতি সাধারণ ও পুরাণেতিহাস প্রভৃতিতে বিধবা বিবাহ নিষেধ করিয়াছেন; এখানে বিদ্যাসাগরের মত গ্রহণ করিলেই পরাশর সংহিতাকে একাকিনী হইয়া থাকিতে হয়; বেদ বিরোধিনী বলিয়া তাঁহাকে সকলেই ঘৃণা করিবে। অতএব এই যুক্তি সিদ্ধ করিতে হইবে যে পরাশর সংহিতার ঐ শ্লোকে বিধবা বিবাহের বিধি নহে।

এবিধায় মীমাংসায় নিশ্চয় হইল যে বেদবাহ্য বিধবা বিবাহ। সুতরাং বেদবাহ্য হড়্ডীপ, বেণুজীবী; মৎস্যঘাতী কিরাত; ম্লেচ্ছ যবনাদিরা বিধবা বিবাহকে বিধিকরিয়া লইয়াছে; সল্লোকের মধ্যে তাহা গ্রাহ্য কেন হইবে। যদি কেহ ইচ্ছা পূর্ব্বক আপনাকে ইতর করিতে ইচ্ছুক হয়; তবে সেব্যক্তি বিধবার বিবাহ দিতে পারে তাহাকে শাস্ত্র প্রমাণ দ্বারা নিবারণ করিতে পারযায়না।

যাহাহউক; এক্ষণে মন্বাদি স্মৃতি ও পুরাণেতিহাস বেদের অবিরোধি সপ্রমাণ হওয়াতে সভ্য লোকেরদিগের অনুসন্ধান করা উচিত যে মন্বাদি শাস্ত্রে বিধবা বি

বাহের বিষয়ে কিরূপ অনুশাসন আছে। যথা

সকৃদংশো নিপততি সকৃৎ কন্যা প্রদীয়তে। সকৃদেব দদানীতি ত্রীণ্যেতানি সতাং সকৃৎ॥ ইতিমনু ৯ অং।

সাধুদিগের অর্থাৎ সদ্ব্যক্তি দিগের তিনকার্য্য একবার দ্বিতীয় বার নাই। অর্থাৎ বিত্ত বিভাগ একবার; কন্যাদান একবার; দাতৃত্ববাক্য একবার; দ্বিতীয়বার হইলে সদ্ধর্ম্ম রক্ষাপায়না।

অসৎশব্দ ইতরজাতিতে বর্ত্তে অর্থাৎ ম্লেচ্ছ যবন হাড়ি ডম প্রভৃতি ইহারা সকল স্ত্রীরই প্রায় পতি মরিলে দ্বিতীয়বার বিবাহ দিয়াথাকে। তথাহি।

নোদ্বাহিকেষু মন্ত্রেষু নিয়োগঃ কীর্ত্ত্যতে ক্বচিৎ। নবিবাহ বিধাবুক্তং বিধবা বেদনং পুনঃ॥ ইতিমনুঃ ৯ অং।

উদ্বাহিক মন্ত্রেতে কোথাও নিয়োগ কহেন নাই; এবং বিবাহ বিধিতে ও উক্ত করেন নাই যে বিধবার বিবাহ পুনর্ব্বার দিবে॥

কোথাও উক্ত হয়নাই; ইত্যর্থে স্বল্প কভট্ট (কচিৎ বেদশাখায়াং) অর্থাৎ কোন বেদশাখায় বিধবাবিবাহ দৃষ্ট হয় না; সুতরাং মনু বেদার্থ দেখিয়া বিধবা বিবাহ নিষেধ করিয়াছেন। তদ্দৃষ্টান্ত জন্য উপরিভাগে বেদপ্রমাণ দৃষ্ট করান গিয়াছে॥ তথাহি।

পাণিগ্রাহস্য সাধ্বীস্ত্রী জীবতো বা মৃতস্যবা

পতিলোক মভিপ্সন্তী নাচরেৎ কিঞ্চিদ প্রিয়ং। ১৫৬। ইতিমনু ৫ অং

মৃতস্যাপ্রিয়ং ব্যভিচারেণেতি কুল্লূক ভট্টঃ।। ১৫৬ ।।

যেস্ত্রী পতিলোক অর্থাৎ ব্রহ্মলোক প্রাপ্তীচ্ছা করেন; সেই স্ত্রী পাণিগ্রাহ পতির জীবিত বা মরণে কিঞ্চিন্মাত্র ও অপ্রিয় কার্য্য করেন না। ১৫৬ ।

যদি বল জীবিত কালে প্রিয়া প্রিয় বিচার মরণানন্তর কি সম্পর্ক; তৎকালে প্রিয়া প্রিয় কি। ?।

উত্তর; মৃতপতির অপ্রিয় কার্য্য ব্যভিচারে হয়; ব্যভিচার পদে ভর্ত্তান্তরের পাণিগ্রহণ; কুল্লূকভট্ট ব্যাখ্যা করিয়াছেন যেস্থলে স্ত্রীলোকের ধর্ম্মরক্ষার প্রতি এরূপ শাসন; সেস্থলে একবার বিবাহ হইয়াছে যেস্ত্রীর; তাহার বৈধব্য হইলে কি পুনর্ব্বার বিবাহ দিবার বিধি শাস্ত্রসিদ্ধ হইতেপারে তাব বিদ্যাসাগরীয় মতে স্বৈরাচার বিধি উক্ত হইলেও শোভাপায়; নচেৎ সে বিবাহকে শাস্ত্রীয় বলিয়া কোন বিচক্ষণেই গ্রাহ্য করিবেন না।। তথাহি মনুঃ।।

নদ্বিতীয়শ্চ সাধ্বীনাং ক্বচিৎভর্ত্তোপ দিশ্যতে ইত্যাদি।

সাধ্বী অর্থাৎ স্ত্রীদিগের কোথাও অর্থাৎ কোন বেদেও দ্বিতীয় ভর্ত্তাকরিতে উপদেশ করেন নাই।।

কেবল আপদ্ধর্ম্মে ক্ষত্রিয়দিগের পক্ষে নিয়োগের বিধি আছে; এবং তাহাতে এক সম্রাট ভূপতিরা সন্তান নিমিত্ত নিয়োগ করিলেও হেয় হইতেন না। যথা

সর্ব্বস্ত রাজবৃত্তস্য শস্যতে পদবন্দনং ।
পুনর্ভূকরণেরাজ্ঞাং নৃপকানীন এবচ ।৩০ ।
ইত্যুশনাঃ ।

পুনর্ভূ করণেও কানীন পুত্রকরণে সম্রাট রাজাদিগের দোষনাই; অর্থাৎ রাজাচারে এসকল প্রশস্ত তাহাতেও রাজার পদকে সকলে বন্দনাকরে ।। তথাহি ।।

দেবরাদ্বা সপিণ্ডাদ্বা স্ত্রিয়াসম্যক্‌নিযুক্তয়া।
প্রজেপ্সিতাধিগন্তব্যা সন্তানস্য পরিক্ষয়ে ।
ইতিমনুঃ ।।

কেবল আপদ্ধর্ম্ম অর্থাৎ সন্তানের পরিক্ষয়ে ক্ষত্রিয় জাতির মধ্যে স্বাধীন রাজার বংশরক্ষার্থ পতি কি গুরুতর ব্যক্তির আজ্ঞায় নিযুক্ত হইয়া দেবর বা জ্ঞাতি হইতে এক পুত্র উৎপাদন করিতে পারে । যথা

বিধবায়াং নিযুক্তস্তু ঘৃতাক্তো বাগ্‌যতো
নিশি । একমুৎপাদয়েৎ পুত্রং নদ্বিতীয়ং
কথঞ্চন । ইতিমনুঃ ৯ অং ।।

রাত্রিকালে মৌনাবলম্বী ও ঘৃতাভ্যক্ত পুরুষ বিধবাতে নিযুক্ত হইয়া এক পুত্র উৎপাদন করিতে পারে, দ্বিতীয়বার তাহাতে আর দ্বিতীয় পুত্র উৎপত্তি করিতে পারে না । যেহেতু শাস্ত্রের আজ্ঞায় এক সন্তানোৎপত্তির পর পিতাও কন্যারন্যায় ব্যবহার করিবে কিন্তু ইহাও করিতে নিষেধ

আছে;কারণ কলিতে ক্ষেত্রজ পৌনর্ভব কানীন পুত্রের বিধি নাই। যেস্থলে এরূপ নিয়োগের নিষেধ হইল সেস্থলে সংস্কৃত বিধবার বিবাহ কোন মতেই সঙ্গত হয়না।

অতএব পরাশরোক্ত ভিন্ন প্রকরণীয় এক (নষ্টেমৃতে) বচন লইয়া তাহার অভিপ্রায়ান্তর ব্যাখ্যায় বিধবা বিবাহকে পরাশরোক্ত বলিয়া কুযুক্তিদ্বারা মহর্ষি পরাশরের নামে কেন নিরর্থ কলঙ্ক করেন।

পারাশর সংহিতার সহিত বেদ কি পুরাণ ও ইতিহাস বা অন্যান্য সংহিতাদি বাক্যের অনৈক্য নাই। কেবল স্বার্থ সাধন তৎ পরতা প্রযুক্ত বিদ্যাসাগর মহাশয়ই স্বীয়াভিপ্রায়প্রকাশেরজন্য সকল শাস্ত্রের অনৈক্য করিয়াদিতেছেন। এক্ষণে এসকল কুযুক্তি যুক্ত বাক্যের বিরাম করিলেই দেশের পরম কল্যাণ হয়॥

এতৎ পুস্তক দৃষ্টে নব্যহিন্দু মহাশয়েরা এরূপ আপত্তি করিতে অবশ্যই পারেন; যে যদ্যপি বেদশ্রুতি পুরাণ ইতিহাস সংহিতাদ্বারা বিধবার পুনর্ব্বার বিবাহ নিতান্তই নিষিদ্ধ হইল তবে পরাশরোক্ত (নষ্টেমৃতে প্রব্রজিতে ইত্যাদি) বচন কোন বিষয়কে অবলম্বন করিয়া থাকিবে।

উত্তর। ইহা অবশ্যই আলোচ্য বটে এতদ্বিবেচনায় তদ্বিষয় প্রদর্শন করাইতে বাধিত হইলাম পণ্ডিত গণে পক্ষপাত শূন্য হইয়া যথার্থ বিচার করিবেন। যথা

নষ্টেমৃতে প্রব্রজিতে ক্লীবেচ পতিতে প

তৌ। পঞ্চস্বাপৎসু নারীণাং পতিরন্যো বিধীয়তে ॥ ইতি পারাশরং ৪ অং।

পতি অনুদ্দেশ হইলে বা মরিলে ও সংসার ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিলে বা ক্লীব হইলে অথবা পতিত হইলে স্ত্রীদিগের অন্যপতি বিধান করিবে।

এবচনে সংস্কৃত বিধবার বিবাহ দিতে পরাশর আজ্ঞা করেন নাই, যেহেতু পূর্ব্বোক্ত বেদ প্রমাণে এবং মন্বাদি স্মৃতি প্রমাণে যখন স্ত্রীলোকদিগের দ্বিতীয়বার বিবাহ দিতে নিষেধ করিয়াছেন, তখন সর্ব্ববেদজ্ঞ পরাশর যে বেদ বিরুদ্ধ অনুশাসন করিয়াছেন এমত যুক্তির সঙ্গতি হইতে পারেনা।

কারণ, (শ্রুতি স্মৃতি পুরাণানামিতি) যেস্থলে বেদস্মৃতি পুরাণের বিরোধ দেখাযায়, সেস্থলে বেদই প্রমাণ। স্মৃতি পুরাণ বিরোধে স্মৃতিই প্রমাণ। এবং উভয়স্মৃতি বিরোধে মনুই প্রমাণ। যথা (মন্বর্থ বিপরীতা যা সাস্মৃতি র্নপ্রশস্যতে ইত্যাদি। অর্থাৎ মনুবাক্যের বিপরীতা যে স্মৃতি সে অপ্রামাণ্যা, এরূপ স্মৃতি বাক্য সত্ত্বে কদাপি পরাশর মনু বিরোধিনী অযুক্তাজ্ঞা করিতে পারেন না।

এস্থলে বক্তব্য এইযে যদি পরাশরোক্ত (নষ্টেমৃতে) বচনে বিধবার বিবাহের বিধিকে প্রতিপন্ন কর তবে বেদের সহিত বিরোধ উপস্থিত হয়, তাহাহইলে বেদের ক্ষতি কি শুদ্ধ আপনার যুক্তিতে বিদ্যাসাগরকেই পরাভূত হইতে হয়; যেহেতু তিনিই বেদের প্রমাণকে বলবৎ বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন, অতএব বেদবিরোধিনী বলিয়া পারাশর

স্মৃতিই অগ্রাহ্য হইয়াযায়, সুতরাং তাহাহইলে (নষ্টে-মৃতের) অর্থে তাহাঁর উদ্দেশ্যই ভ্রষ্ট হইয়াগেল।

কিন্তু আমরা সর্ব্ববেদদর্শী মহর্ষি পরাশরপ্রণীত ধর্ম্মশাস্ত্র-কে অগ্রাহ্য করিতে পারিনা, তৎপ্রণীত সংহিতার ঐ বচনে বাগ্দত্তার অন্যপতি করণের বিধি দিয়াছেন ইহা স্বীকার করিলে আর বেদের সহিত কোন বিরোধ থাকেনা এবং কোন ঋষিপ্রণীত বচনের ও অনৈক্য হয়না অর্থাৎ বাগ্দানানন্তর যদি পতি অনুদ্দেশ হয়, বা পঞ্চত্বপায়, কি সন্ন্যাস ধর্ম্ম গ্রহণ করে, কিম্বা ক্লীব হয়, অথবা পতিত হইয়া যায়, তবে সেই স্ত্রীর পুনর্ব্বার অন্যপতি বিধান করিবে। এই অন্য পতি শব্দে পতিভিন্ন অন্য অর্থাৎ তাহার দেবরকে দিবে তদ্ভিন্ন অন্যকে দিবেনা; ইহাই স্থিরসিদ্ধান্ত একারণ পূর্ব্বের মত একালেও এমত বিধান আছে অর্থাৎ কোন২ ব্রাহ্মণের পুনর্ভূর একথাও আছে। যদিও বাগ্দত্তার পুনর্ব্বার বিবাহ করিতে নাথাকুক তথাপি জ্যেষ্ঠভ্রাতা বিবাহ করিতে গেলে পূর্ব্বানুরূপ তাহার কনিষ্ঠভ্রাতাকে মিতবর সাজাইয়া সঙ্গে লইয়া যায় তদভিপ্রায় এইযে; যদি কোনকারণে জ্যেষ্ঠভ্রাতার বিপদ ঘটে তবে কনিষ্ঠভ্রাতা ঐ বাগ্দত্তাকে বিবাহ করিতে পারিবে।

যদিবল দেবরকেই যেঐকন্যাদান করিবে ইহার প্রমাণ নাপাইলে কোন ব্যক্তিই ইহাতে শ্রদ্ধা করিতে পারেননা।

উত্তর। কলাপের টীকাকার ও সংক্ষিপ্তসার ব্যাকরণাদিতে মহামহোপাধ্যায়েরা (পত্যৌ) পদসাধনার নিমিত্ত আর্ষ প্রমাণ দিয়াছেন। যথা

গতেনষ্টে প্রব্রজিতে ক্লীবেচ পতিতে পতৌ। দেবরায় প্রদাতব্যা যদিকন্যানুমন্যতে ॥

বাগ্দানানন্তর যদি স্ত্রীলোকের পতি অনুদ্দেশ হয়; কিম্বা মরে বা সংসারধর্ম্ম ত্যাগকরে; কিম্বা ক্লীবহয়; অথবা পতিত হয়; তবে সেই স্ত্রীর অনুমতি লইয়া তাহার দেবরকে দান করিবে।

এই শ্লোকের সহিত পরাশর সংহিতোক্ত বচনের অভিপ্রায়ের অনৈক্য হয়না; তাহাতে অন্যপতি বিধান করিবে; এবচনে দেবরকে দিবে এই এক বাক্যের অন্তর হইতেছে: ফলে বিবেচনা করিলে অন্তর হয়না; যেহেতু পতিভিন্ন পুরুষকে অন্যপতি বলাযায়; এখানে দেবরকেই পতিভিন্ন অন্যবলা সঙ্গত হইতে পারে; যখন দেবর ভিন্ন আর কোন ব্যক্তি তাহাকে গ্রহণ করিতে পারিবেনা; তখন নিশ্চিত দেবরকেই তাহার পতিভিন্ন অন্যপতি বলিয়া পরাশর উক্ত করিয়াছেন; ইহাতে সন্দেহ মাত্র নাই।

এক্ষণে বিরোধি পক্ষীয়েরা ইহা কহিতেপারেন যে এতৎ আযপ্রমাণে দেবর বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন; তাহাতে দেবর সম্বন্ধ মাত্রকেই কহিয়াছেন; না তাহার কোন বিশেষ আছে; এবং ব্যাকরণ দৃষ্টান্তেএতৎ শ্লোকে বাগ্দানানন্তর দেবর বিবাহ করিবে. যাহা উক্ত হইল তাহাতে কোন মান্য ধর্ম্মশাস্ত্রেরপ্রমাণ দেখাইবার আবশ্যক হয়; তদুদ্দেশে মনু প্রমাণ দৃষ্ট করাইতেছি। যথা

যস্যাম্রিয়েত কন্যায়া বাচাসত্য কৃতেপতিঃ।
তামনেন বিধানেন নিজোবিন্দেত দেবরঃ।
ইতিমনুঃ ॥

বাগ্দানানন্তর অর্থাৎ বাক্যে সত্য পতি করণানন্তর যে স্ত্রীর পতি মরে; সেই স্ত্রীকে এই বিধান দ্বারা তাহার নিজ দেবর বিবাহ করিতে পারে।

নিজ দেবরপদে পতির সহোদর, তদ্ভিন্ন অন্যের গ্রহণীয়া হয়না; যদি অন্যে গ্রহণ করে তবে উভয়েরই ধর্ম্ম নষ্ট হয়; অতএব এই অভিপ্রায় গ্রহণ করিলে আর কোন আপত্তি থাকিতে পারেনা। আর পরাশর সংহিতার বচনের অর্থ সঙ্গতির ও কোন ব্যাঘাত জন্মেনা; ও বেদের সহিত ও বিরোধ থাকেনা; এবং স্মৃতি পুরাণাদির সহিত একেকালেই ঐক্য হইয়া যায়। এমনে কৌশল সমন্বিত অর্থ সৌন্দর্য্য সত্ত্বে নিরর্থ গোলযোগ উপস্থিত করিয়া সনাতন ধর্ম্মে কেন গোল করিতেছেন বুঝাযায়না।

এক্ষণে সর্ব্বশাস্ত্র সমন্বয় দ্বারা বিচারে স্থির হইল যে (নষ্টেমৃতে) ইত্যাদি বচন প্রমাণে বাগ্দত্তা কন্যার পশ্চাৎ উপস্থিত হইলে এই বিবাহ পূর্ব্বে বিধেয় হইতে পারিত; কিন্তু বিবাহিতা বিধবার পক্ষে পূর্ব্বাবধি কোন কালেই বিধেয় হইতে পারেনা।

এবং কোন২ স্থানে এমত শিষ্ট প্রয়োগ ও আছে যে বাগ্দত্তার পতি অনুদ্দেশ হইলে রজোদর্শন জন্য ধর্ম্ম প্রমাদ হেতুঃ কতিপয় বৎসর পতির প্রতীক্ষা করিয়া পরে অন্যে কুসংস্কিত বিবাহ দিত।

অনন্তর; বাগ্দানের পর ঐ স্ত্রীলোকের মৃত্যু হইলে স্বামি স্থলে ত্রিরাত্রাশৌচ হয়; সর্ব্বশাস্ত্রে কহিয়াছেন; যখন তন্মরণে তৎপতির অশৌচগ্রহণ শাস্ত্রসিদ্ধ হইল; তখন তাহার পতি মরিলে যে সে বিধবা হইবে তাহাতে সন্দেহ কি?।

যদি ঐ স্ত্রীর দেবর না থাকে; কিম্বা দেবরকে বিবাহ করিতে সম্মত না হয়; তবে অনুগমন করিতে কিম্বা ব্রহ্মচর্য্যদ্বারা জীবিতা ও থাকিতে পারে ইহাই সাধুধর্ম্ম, তদ্ভিন্ন দেবরকে যদ্যপি বিবাহ করে সে অসদ্ধর্ম্ম; তাহার ও নাম পুনর্ভূ হয়; দেবর ভিন্ন সবর্ণ অন্যপতি গ্রহণে স্বৈরিণী নাম হয়। যথা

অন্যদত্তাতু যাকন্যা পুনরন্যস্য দীয়তে।
তস্যাশ্চান্নংন ভোক্তব্যং পুনর্ভূঃ সাপ্রগীয়তে॥ ৬৬ ইত্যঙ্গিরাঃ॥
স্বৈরিণী যা পতিংহিত্বা সবর্ণং কামতঃ শ্রয়েৎ। ৬৭ ইতিযাজ্ঞবল্ক্যং॥

অন্যদত্তা কন্যা যদি অন্যকে দানকরে, তবে তাহার অন্ন ভোক্তব্য হয়না; সেহেতু সেই স্ত্রীকে পুনর্ভূ বলে। আর পতিভিন্ন অন্য স্বজাতীয়কে যদি ইচ্ছাপূর্ব্বক আপনি বিবাহ করে; তবে সেই স্ত্রীর নাম স্বৈরিণী অর্থাৎ স্বেচ্ছাচারিণী; এই দ্বইয়ই অগ্রাহ্য; পুনর্ভূর পুত্র পৌনর্ভব; স্বৈরিণীর পুত্রকে পারশব অথবা অবাবটু বলে। অক্ষতা বা ক্ষতা বিধবা যদি সবর্ণকে পতি করে তবে তাহার নাম স্বৈরিণী হয় তাহার গর্ভজাত যে পুত্র তাহার নাম অবাবট। বাগ্দত্তার পুনর্ব্বিবাহে পুনর্ভূ বলে; তদ্গর্ভজাত পুত্রের নাম পৌ-

নর্ভব। এতদবস্থা বিশিষ্ট স্ত্রী ও তৎপতি ও পুত্র প্রভৃতিরা অপাংক্তেয় অসংস্কার্য্য ম্লেচ্ছবং অস্পৃশ্য। যথা

মাতাপিতৃ গুরুত্যাগী কুণ্ডাশীবৃষলাত্মজঃ
পরপূর্ব্বা পতিস্তেন কর্ম্মদন্টাশ্চ নিন্দিতাঃ।।
২২৪ ইতিযাজ্ঞবল্ক্যং।

যেব্যক্তি মাতা পিতা গুরুত্যাগী হয়; আর জারজার গ্রহণ করেঃ ও বৃষল হইতে উৎপন্ন; অপর, পর পূর্ব্বার পতি হয় এই সকলকে কর্ম্মদুষ্ট নিন্দিত বলিয়াছেন।

পরপূর্ব্বা অর্থাৎ বাগ্দানানন্তর পতি মরুক্ বা জীবিত থাকুক্ তদ্ভিন্ন অন্যপতি যে করে সেইস্ত্রীর নাম পরপূর্ব্বা হয়। যেস্থলে বাগ্দানের পর অন্যপতি করিলে পতিত হয়; সেস্থলে সংস্কৃত বিধবা বিবাহের বিধি কি শাস্ত্র সিদ্ধ হইতে পারে?।

বিদ্যাসাগর মহাশয়ের স্বকৃতপুস্তকের এই অভিপ্রায় যে বাগ্দানানন্তর অন্যপতি করা কলিতে নিষিদ্ধ কিন্তু বিবাহিতা বিধবারবিবাহের বিধি আছে। উত্তর। ইহাতে কেঃ নাঃ পরিহাস করিবে যে যুগে বাগ্দানানন্তর স্ত্রীলোকে অন্যপতি করিতে পারিবেনাঃ এমত অনুশাসনঃ সে যুগে বিবাহিতা বিধবার বিবাহ কি শাস্ত্রীয় হয়ঃ অর্থাৎ যাহাকে কটুবাক্য কহিতে নিষেধ করেঃ এমতে তাহাকে কি দণ্ড প্রহার করা বিধি হইবে। অতএব অবিধেয় বাক্যের উত্তর করা পণ্ডিতের কর্ম্ম নহে; শাস্ত্রের প্রমাণদ্বারা ইহাই নিশ্চয় হইল যে ধার্ম্মিক জাতি দিগের পক্ষে বিধবা বিবাহ কোনমতেই কর্ত্তব্য কর্ম্ম হয়না।

সংস্কৃত বিধবার বিবাহ শাস্ত্রসিদ্ধ নাহইয়া পরাশরোক্ত সংহিতার (নষ্টেমৃতে) বচনের অর্থে বাগ্দত্তার পক্ষাপক্ষ হইলে দেবর যে বিবাহ করিবে ইহাই স্থির সিদ্ধান্ত। ইহাতে এরূপ আপত্তি করিতে পার; যে বাগ্দত্তার পক্ষে এব্যবস্থা স্থির করিলে (উঢায়াঃ পুনরুদ্বাহ ইত্যাদি) বচন দ্বারা উঢার পুনর্ব্বার উদ্বাহ কলিতে নিষেধ কেন করেন, অর্থাৎ বিবাহিতা বিধবার পুনর্ব্বিবাহ নাথাকিলে কলিতে নিষেধ করিবার আবশ্যক কি?।

উত্তর। সপ্তপদ গমনের পূর্ব্ব অথচ মন্ত্রোক্ত জল ক্ষেপ হইয়াছে; কিন্তু কুশণ্ডিকায় সপ্তপদ গমনে গোত্রান্তর হয় নাই; সেই স্ত্রীকে উঢ়া বলাযায়; ক্ষত বা অক্ষত যোনি হইলেও নিকৃষ্ট পক্ষে পূর্ব্বযুগত্রয়ে ঐ কন্যার বিবাহের ব্যবস্থা ছিল গোত্রান্তর হইলে আর তাহার বিবাহ অন্যের সহিত হইতে পারিতনা। যথা

স্বগোত্রাৎ ভ্রশ্যতেনারী বিবাহাৎ সপ্তমে পদে। ইতি হারীতঃ ॥

বিবাহ কালে সপ্তপদ গমন হইলে স্ত্রীলোকের পিতৃ গোত্র ভ্রষ্ট হয়। তাহার পূর্ব্বে স্ত্রীর গোত্রান্তর হয়না; । তৎকালে বরদোষ দৃষ্টহইলে অন্যবরে সমর্পণ করিতে পারিত। একারণ, উঢ়ার পুনরুদ্বাহকে যুগান্তরীয় বলিয়া সমস্ত গ্রন্থকারেরা মীমাংসা করিয়াছেন।

ইতি তৃতীয় প্রশ্নোত্তর সমাপ্ত ॥

চতুর্থ প্রশ্নোত্তর ॥

পণ্ডিতেরা বিচার করিবেন; এরূপ অশাস্ত্রীয় কর্ম্ম যে বিধবা বিবাহ সুপণ্ডিত হইয়া বিদ্যাসাগর মহাশয় তাহা-কে কিরূপে শাস্ত্রসিদ্ধ বলিয়া লিপিবদ্ধ করিতে সাহসিক হইয়াছেন; তৎসাহসকে ধন্যবাদ করি; একদিগে সকল শাস্ত্র ও অপরদ্দিগে তাঁহার সাহস তুলনা করিলে বোধহয় তাঁহার সাহসই গুরুভার বিশিষ্ট হইতে পারে।

যেহেতু স্বযুক্তিরক্ষা করিবার নিমিত্ত বিধবা গর্ব্ভজাত পুত্রকে ঔরস পুত্র বলিয়া চেষ্টা করিয়া বহুকষ্টে অশাস্ত্রীয় মতকে প্রতিপন্ন করিতে স্বকৃত পুস্তকের ১১ পৃষ্ঠায় ১ পংক্তিতে লেখেন। যথা

" পূর্ব্ব ২ যুগে দ্বাদশ বিধ পুত্রের ব্যবস্থা ছিল কিন্তু পরাশর কলিযুগে তিনপ্রকার পুত্রমাত্র বিধান করিয়াছেন। যথা

ঔরসঃ ক্ষেত্রজশ্চৈব দত্তঃ কৃত্রিমকঃ সুতঃ ॥ (৬)

ঔরস দত্তক কৃত্রিম এই তিন প্রকার পুত্র ॥ (৭)

পরাশর কলিযুগে ঔরস দত্তক কৃত্রিম তিনপ্রকার পুত্রের বিধি দিতেছেন পৌনর্ভবের উল্লেখ করিতেছেন না। কিন্তু বিধবা বিবাহের বিধি দিয়াছেন তখন বিবাহিতা বিধবার গর্ব্ভজাত পুত্রকে ও পুত্রবলিয়া পরিগ্রহ করিবার বিধিদেও বা হইয়াছে; এক্ষণে বিবেচনা করা আবশ্যক যে ঐ পুত্রকে ঔরস দত্তক অথবা কৃত্রিম বলা যাইবেক। উহাকে দত্তক অথবা কৃত্রিম বলা যাইতে পারেনা। কারণ যদি পরের পুত্রকে শাস্ত্র বিধানানুসারে পুত্রকরা যায় তবে বিধানের বৈলক্ষণ্য অনুসারে তাহার নাম দত্তক অথবা কৃত্রিম হইয়া থাকে

কিন্তু বিবাহিতা বিধবার গর্ব্ভে স্বয়ং উৎপাদিত পুত্র পরের নহে এই নিমিত্ত উহাকে দত্তক অথবা কৃত্রিম বলা যাইতে পারেনা। শাস্ত্রকারেরা দত্তক ও কৃত্রিম পুত্রের বৈলক্ষণ্য নিরূপিত করিয়াছেন তাহা বিবাহিতা বিধবার গর্ব্ভে স্বয়ং উৎপাদিত পুত্রে ঘটিতেছেনা; কিন্তু ঔরস পুত্রের বৈলক্ষণ্য তাহা সংপূর্ণ রূপে ঘটিতেছে ॥

উত্তর। যখন বেদস্মৃতি পুরাণ প্রভৃতি শাস্ত্রদ্বারা বিধবা বিবাহই নিষিদ্ধ হইল; তখন তদ্গর্ব্ভজাত পুত্রের ঔরসত্ব প্রতিপাদনের প্রতিকূলে যে বিচার করা সে কেবল তুষাঘাত মাত্র।

তথাপি নিরস্ত থাকা যায়না যেহেতু অশাস্ত্রীয় কুযুক্তি দ্বারা বিষয়ি লোকের মনে এমত সন্দেহ হইতে পারে যে বিধবার গর্ব্ভজাত পুত্রকে শাস্ত্রে বুঝি ঔরস পুত্র বলিয়া থাকে; সুতরাং তাহাঁরদিগের চিত্তস্বরূপ গৃহভিত্তিতে ভ্রান্তিরূপ বাল বৃক্ষের রোপণ মাত্রেই ছিন্নকরা উচিত হইল।

বুদ্ধিমান্‌দিগের প্রতি বক্তব্য এই যে শাস্ত্রবাক্য পরিত্যাগে বিদ্যাসাগরের যুক্তিই যদি গ্রাহ্য হয়; তবে একালে আপন২ যুক্তিমত ধর্ম্ম স্থির করিয়া ব্যবস্থা দিতে কে না পারগ হইবে?।

পরাশর চারিপ্রকার পুত্র কহিয়াছেন; বিদ্যাসাগর দত্তক মীমাংসা গ্রন্থের টীকার অভিমত কলিযুগে ঔরস; দত্তক; কৃত্রিম পুত্র স্থিরকরিয়া পরাশরোক্ত ক্ষৈত্রজ পুত্রকে এক কালেই ত্যাগ করিয়াছেন, ইহা অত্যন্ত অসঙ্গত; যখন

কলিধৰ্ম্ম বক্তা পরাশরকে স্থির করিয়া বিধবা বিবাহ দিতে উদ্যত হইয়াছেন; তখন কি পরাশর ধৃত ক্ষেত্রজ পুত্রকে ত্যাগকরা তাঁহার উচিত হয়? ।

বুঝিয়া দেখিলে বিধবা পুত্র হইতে ক্ষেত্রজ পুত্রের বিধি করিলে একালে বড় বড় মনুষ্যের অনেক উপকার হইতে পারে । বিদ্যাসাগর মহাশয়ের যুক্তিতে যদি বিধবার গর্ব্ভ জাত সন্তানের ঔরসত্ব প্রতিপন্ন হয় । তবে মন্বাদির মতে অবাবট প্রভৃতি পুত্র সংজ্ঞার এককালেই বিলোপ হইয়া যায়; একালে অবাবট ও পারশব এবং পৌনর্ভব প্রভৃতি পুত্রকে ঔরস পুত্রইবা না বলকেন। বস্তুতস্তু বিধবাগর্ব্ভ জাত পুত্রের যেরূপ ঔরসপুত্রত্ব প্রতিপন্ন হইল । পৌনর্ভব ও অবাবট প্রভৃতি পুত্রে সেই সব লক্ষণ সংপূর্ণরূপে ঘট না হয়; কিন্তু বিদ্যাসাগর ভট্টাচার্য্য মহাশয় বিধবার বিবা হের অনুরোধে কদাপি সেই পুত্রকে ঔরস ব্যতীত প্রাণান্তে ও পৌনর্ভব বা অবাবট কি পারশব বলিবেন না । মনে করিয়াছেন যে আমি যাহা কহিব তাহাই শাস্ত্র হইবে দ্বিতীয় সৃষ্টিকৰ্ত্তা নূতন মনু জন্মিয়াছেন ।

যখন কোন শাস্ত্রে পৌনর্ভবাদিকে পুত্রত্বে স্বীকার করেন নাই; তখন তাহার এককালেই ঔরসত্বপ্রতিপন্ন করা কৌতু ক জনক বটে বিদ্যাসাগর মহাশয় বারাঙ্গনা গর্ব্ভেস্বয়ং উৎপাদিত পুত্রকেও যদি ঔরস পুত্র বলেন, বলিবেন । তাহাতে বিচক্ষণেরা কিরূপে অঙ্গীকার করিতে শক্ত

হইবেন বিধবা বিবাহ নিষিদ্ধ বিধায় তদ্গর্ভজাত পুত্রের ঔরসত্ব খণ্ডন হইয়াগেল।

সুতরাং ভগবান পরাশর স্বীয় সংহিতায় পৌনর্ভবেরউল্লেখ করেন নাই। এরূপ সদ্যুক্তি; গ্রহণ নাকরিয়া বিবাহিতা বিধবারগর্ভজাতপুত্রকে ঔরসপুত্র বলিয়া যে বিদ্যাসাগর মহাশয় প্রতিপন্ন করিতে উদ্যতহইয়াছেন সেতাহাঁরই নিজ পাণ্ডিত্যবোধ হয়।

পরাশর মুনি পৌনর্ভব শব্দ উল্লেখ করেন নাই বলিয়া সত্যাদিযুগে যাহাকে পৌনর্ভব বলিত কলিযুগে তাহাকে ঔরস পুত্র সংজ্ঞায় উক্ত করিবার তাৎপর্য্য নহে ইহা সকলেই উপলব্ধি করিতে পারেন; যে যুগে যুগে আচার ব্যবহারাদির কিঞ্চিৎ বৈলক্ষণ্য হইবার সম্ভাবনা আছে; কিন্তু সংজ্ঞার অন্যথা হয়না সত্যাদি যুগে যাহাকে গোশব্দে উল্লেখ করিত কলিতে তাহার গো সংজ্ঞা ব্যতীত গর্দ্দভ সংজ্ঞাহয়না; । অতএব অশিষ্ট সম্মত ভ্রষ্টপ্রথা প্রচলিত করণাশয়ে সুপণ্ডিতের এরূপ অসঙ্গত বাক্য বিন্যাস করা কি উচিতহয়?।

অনন্তর বিদ্যাসাগর মহাশয় স্বকৃত পুস্তকের ১২ পৃষ্ঠায় ১৬ পংক্তিতে ঔরস পুত্রের স্বরূপ লক্ষণ লিখিয়া আপনিই আপনার সম্যক্ যুক্তির খণ্ডন করিয়াছেন। যথা

"স্বেক্ষেত্রে সংস্কৃতায়াস্তু স্বয়মুৎপাদিযে দ্ধিয়ং। তমৌরসং বিজানীয়াৎ পুত্রং প্রথম কল্পিতং॥ ১৬৬,

"বিবাহিতা সজাতীয়া স্ত্রীর গর্ভে স্বয়ং উৎপাদিত পত্র ঔর

স পুত্র এইলক্ষণ বিবাহিতা স্বজাতীয় বিধবার গর্ব্বে স্বয়ং উৎপাদিতপুত্রে সংপূর্ণ ঘটিতেছে ,, ॥ ১৬৬

উত্তর। এইবচনের স্বরূপার্থের গোলোযোগ করিয়া বিধবাকেও স্বক্ষেত্র বলিয়া ঘটনা করিতেছেন; এঘটকালি করা বড় চতুরেরই কার্য্য বটে; যদি উত্তর কাল পর্য্যন্ত রক্ষাপায়। (স্বক্ষেত্র) কাহাকে বলে তাহার স্বরূপার্থ লিখিতেছি; ইহা সকলেই দৃষ্টিপাত করিবেন; অর্থাৎ শাস্ত্রসিদ্ধ যেস্ত্রীর বিবাহ হয় সেই ভার্য্যা ব্যতীত স্বক্ষেত্র বলাযায়না; তাহার প্রমাণ সকল শাস্ত্রেই আছে; যথা ব্যাসসংহিতায় ২ অধ্যায়ে।

সবর্ণা মসমানার্ষা মমাতৃ পিতৃগোত্রজাং।
অনন্য পূর্ব্বিকাং লঘ্বীং শুভলক্ষণ সংযুতাং ॥

স্ব জাতীয় অসমান প্রবর পিতৃমাতৃ গোত্র নাহয় এবং অনন্যপূর্ব্বা অর্থাৎ পূর্ব্বে বাগ্দত্তা; বা, কাহার সহিত বিবাহ নাহইয়াছে; আর বয়ঃ কনিষ্ঠা এরূপ শুভলক্ষণ যুক্তা স্ত্রীকে বিবাহ করিলে স্বক্ষেত্র বলে॥

এরূপ বিবাহিতা ধর্ম্মপত্নীর গর্ব্ভে স্বয়ং উৎপাদিত পুত্রকে ঔরস পুত্র বলে। তদ্ভিন্ন যে সে স্ত্রীকে রত্যর্থে গ্রহণ করিয়া আমি বিবাহ করিয়াছি বলিয়া সন্তানোৎপত্তি করিলেই ঔরস পুত্র হয়না ইহা বিবেচনা করিলে বিধবার গর্ব্ভজাত পুত্রের অবারটত্ব ব্যতীত, পুত্রত্বই নাই; তাহাতে ঔরসপুত্রত্ব ঘটনার সহিত কিবিষয় আছে। শাস্ত্র বিহিত

বিধবা গর্ব্ভজাত পুত্রের লক্ষণে অবাবটত্বই সংপূর্ণরূপ ঘটিতেছে।

অনন্তর বিধবা বিবাহে যে সমূহ দোষ আছে তাহা প্রদর্শন করাইতেছি; অর্থাৎ বিধবা বিবাহের মন্ত্র কোনসংহিতাকারেরা কহেন নাই; সুতরাং অমন্ত্রক বিবাহ বিবাহই নহে; এরূপ বিবাহিতা স্ত্রীকে স্বক্ষেত্র কোন ক্রমেই বলা যাইতে পারেনা।

নিষেকাদি শ্মশানান্তা স্তেষাং বৈ মন্ত্রতঃ ক্রিয়াঃ। তূষ্ণীমেতাঃ ক্রিয়াস্ত্রীণাং বিবাহস্তু সমন্ত্রকঃ।।

পুরুষের নিষেকাদি অর্থাৎ গর্ব্ভাধানাদি মরণ পর্য্যন্ত মন্ত্রবিহিত সংস্কার করিবে। কিন্তু স্ত্রীলোক দিগের সকল সংস্কার অমন্ত্রক কেবল বিবাহই সমন্ত্রক হইবে।

অতএব জিজ্ঞাস্য এই যে বিধবার পুনর্ব্বার বিবাহ দিতে হইলে তাহার মন্ত্র কোন্ শাস্ত্রমত গ্রহণ করা যাইবেক এবং বিবাহ কালে কোন্ গোত্র কোন্ প্রবর উল্লেখিত হইবে; আর অন্যপাত্রেসংপ্রদানই বা কে করিবে। যেহেতু পিতা একবার দান করিয়া সত্ত্বত্যাগ করিয়াছে, শ্বশুরের বধ দান করা সিদ্ধহয় না এবং সেও আপন শরীর দান করিতে পারেনা যেহেতু তৎশরীরে তাহার স্বামীর প্রভুত্ব। যথা

নপিত্রাদি তেষাং সকৃদ্দানেনৈব তস্যাং স্বামিত্বনাশাৎ নাপি স্বয়মস্ত্রানং দাতুমর্হতি। পিত্রাদি কৃতদা

নেনৈব তচ্ছরীরে ভর্তুঃ সত্ত্বস্য সত্ত্বাৎ নচ ভর্ত্ত
র্ম্মরণেনৈতস্যাং স্বত্ত্বনিবৃত্তিঃ॥

একবার দানকরাতে তাহার পিতার সত্ত্ব নিবৃত্তি হইয়া তৎশরীরে তাহার স্বামীর সত্ত্ব হইয়াছে; সুতরাং পিতা দানকরিতে পারেননাঃ। যথা।

প্রদানেনৈব কন্যায়াং বরস্য স্বাম্যং জায়তে
কন্যাদাতুঃ স্বাম্যং নিবর্ত্ততে।

হারীতোক্তৌ।

সংপ্রদানানন্তর কন্যাতে বরের স্বাম্য কন্যাদাতার স্বাম্য নিবৃত্তি হয়॥

এস্থলে যদি এমত বল যে সেস্বয়ং আপনাকে আপনি দান করিবে; উত্তর; স্বীয় সত্ত্ব নাথাকিলে দান বিক্রয় করিতে পারেনা সুতরাং অবৈধ কার্য্যকে শাস্ত্র বিরুদ্ধ বলিয়া ব্যভিচার কহিয়াছেন; অর্থাৎ তাহার শরীরে তাহার পতি ব্যতীত অন্যের এবং তাহারও প্রভুত্ব নাই। যদি কেহ কহেন যে পতি মরণানন্তর স্ত্রীতে পতিসত্ত্ব নিবৃত্তি হইয়া যায়; তাহা যায়না; যথা

অস্থিভিরস্থীনি মাংসৈ র্মাংসানি ত্বচাত্বচ
মিতি॥ শ্রুতিঃ।

তাহার অস্থিতে অস্থি; মাংসে মাংস চর্ম্মে চর্ম্ম। অতএব জীবাত্মা এক হইয়া যায় সুতরাং স্ত্রীশরীরের দান বিক্রয় ত্যাগে তাহার পতিরই প্রভুত্ব স্ত্রীর প্রভুত্ব নাই। অতএব

সেস্ত্রী কিপ্রকারে আত্ম প্রদান করিয়া ব্যভিচার দোষে পরিমুক্ত হইতে পারে। যথা

সইম মেবাত্মানং দ্বেধা পাতয়ৎ ততঃ পতিশ্চ পত্নীচাভবতাং। তস্মাদিদ মর্দ্ধ বৃগল মিবস্ব ইতি। ৩

বৃহদারণ্যকোপানিষৎ।

তত স্তস্মাৎ পাতনাৎ পতিশ্চ পত্নী চাভবতা মিতি। দম্পত্যো র্নির্বচনং লৌকিকয়ো রতএব তস্মাৎ যস্মাৎ আত্মনো এবার্দ্ধঃ পৃথক্ ভূতো যেয়ং স্ত্রী তস্মাদিদং শরীরং আত্মনোঽর্দ্ধ বৃগলং অর্দ্ধঞ্চ তদ্বৃগলঞ্চ তদর্দ্ধ বৃগলং বিদল মর্দ্ধ দ্বিদল মিবেত্যর্থঃ। প্রাক্ স্ত্র্যুদ্বহনাৎ কস্যার্দ্ধ বৃগল মিত্যুচ্যতে স্বঃ আত্মন ইতি। ৩ শঙ্করি ভাষ্যং॥

বিধাতা আত্ম শরীরকে দুইভাগ করিয়া পতি ও পত্নী করিয়াছেন। একারণ চনক দ্বিদল ন্যায় দুই শরীরে এক হয়; সর্ব্বলোকে প্রথিত; যে স্ত্রী আপনার অর্দ্ধাংশ সম্ভূতা। অর্থাৎ যাবৎ বিবাহ নাহয় তাবৎ পুরুষ অর্দ্ধ শরীরে অবস্থিতি করে; বিবাহের পর স্ত্রী প্রাপ্তে সংপূর্ণহয়।

স্ত্রী যে পুরুষের অর্দ্ধাংশে জন্মে তদর্থে শ্রুতি কহিয়াছেন। যথা

তস্মাদয়মাকাশ স্ত্রিয়া পূর্য্যত এবতাং সম ভবত্ততো মনুষ্যা অজায়ন্তে॥ ৩॥ ইতিবৃহ দারণ্যকং ১ অং ৪ ব্রাহ্মণং

তস্মাদয়ং পুরুষার্দ্ধ আকাশ স্ত্র্যর্দ্ধঃশূন্যঃ পুনরুদ্বাহাৎতস্মাৎ পূর্য্যতে স্ত্র্যর্দ্ধঃপুনঃ সংপুটী করণেনৈব বিদলার্দ্ধঃ ॥

শাঙ্করিভাষ্যং।

একারণ বিবাহ যাবৎ নাহয় তাবৎ পুরুষের বামার্দ্ধ শরীর শূন্য থাকে বিবাহ হইলে পর সংপূর্ণ হয়, যেমত একচনক দুইদালি ত্বকাচ্ছাদনে এক; ত্বক রহিত হইলেই দুই হয় সেই রূপ স্ত্রীপুরুষ। অর্থাৎ পুরুষের জন্মের পর বিধাতা তাহার অর্দ্ধাংশ লইয়া কিঞ্চিৎ কালের অন্তর স্ত্রীরূপের সৃষ্টি করেন সেই স্ত্রী তাহারই তদ্ভিন্ন অন্য পুরুষ কে দিলে ব্যভিচার হয়; ॥

ইত্যর্থে স্পষ্ট প্রতীয় মান হইতেছে. যে যাহার অংশে জন্মে তাহার সত্ত্ব তাহাতে থাকে। এই শ্রুতি প্রমাণে কেহই কহিতে পারিবেন না যেস্ত্রী পুরুষের অংশ নহে; আর এমন প্রমাণও নাই যে স্ত্রীঅংশে পুরুষ জন্মিয়াছে; যেহেতু পরমেশ্বর অগ্রে পুরুষের সৃষ্টি করণানন্তর স্ত্রীর সৃষ্টি করেন; এজন্য বয়ঃ কনিষ্ঠাকে বিবাহ করিতে অনুশাসন করেনবয়োজ্যেষ্ঠাবিবাহব্যভিচার। এমতশ্রুতি কেহই দেখাইতে পারিবেন না যে স্ত্রীর অংশে পুরুষ জন্মিয়াছে। অতএব মীমাংসায় স্থির হইল যে পুরুষের বামাঙ্গকে বিধাতা যত অংশে ভাগ করেন তাহার তত পত্নী হইতে পারে; স্ত্রীর শরীরের অংশ হয়না এপ্রযুক্ত তাহারা ভর্ত্তান্তর করিতে পারেনা।

এই শ্রুতির অভিপ্রায়ে বেদব্যাস ও নিজসংহিতায় অনুশাসন করিয়াছেন; যে পুরুষের অর্দ্ধাংশে স্ত্রীদিগের উৎপত্তি হয়; । যথা

পাটিতোঽয়ং দ্বিজাঃপূর্ব্ব মেকদেহঃ স্বয়ম্ভুবা। পতয়োর্দ্ধে ন চার্দ্ধে ন পত্ন্যোঽভুবন্নিতিশ্রুতিঃ॥ যাবন্ন বিন্দতে জায়াং তাবদর্দ্ধো ভবেৎ পুমান্। নার্দ্ধং প্রজায়তে সর্ব্বং প্রজায়েতে ত্যপিশ্রুতিঃ॥ গুর্ব্বী সাভস্ত্রিবর্গস্য বোঢুং নান্যেন শক্যতে॥
ইতিব্যাসঃ।

বিধাতা পূর্ব্বে এক শরীরকে দুইভাগ করিয়া অর্দ্ধেতে পুরুষ অর্দ্ধেতে স্ত্রী সৃষ্টি করেন। ইহা শ্রুতিসংবাদ করিয়াছেন। অতএব যেপর্য্যন্ত বিবাহ নাহয় সেপর্য্যন্ত পুরুষ অর্দ্ধশরীরে থাকে। যেহেতু স্ত্রীপুরুষ সংসক্ত সমস্ত দেহ জন্মে। পুনর্বিকৃত রূপে পুরুষের বামার্দ্ধ ভাগে স্ত্রীর উৎপত্তি হয়। যাবৎ বিবাহ নাহয় তাবৎ অর্দ্ধ শরীর শূন্য থাকে বিবাহানন্তর দুইরূপে একশরীর সংপূর্ণ হয়। অতএব ত্রিবর্গের অর্থাৎ ধর্ম্মার্থ কামের ভূমিস্বরূপা দুর্ব্বহা স্ত্রীকে অন্যে উদ্বহন করিতে পারেনা অর্থাৎ যেপুরুষের অংশে যেস্ত্রী জন্মে সেই পুরুষ ব্যতীত অন্যপুরুষে সেস্ত্রী বিবাহ করিতে পারেনা;। ইত্যর্থে স্পষ্ট বোধ হইতেছে; যে স্ত্রীলোকের দ্বিতীয়বার বিবাহ ব্যভিচার হয়॥

এতন্নিমিত্ত স্ত্রীলোকের এক পতিত্ব ধর্ম্মস্থির হইয়াছে; বলপূর্ব্বক অন্যথাচরণ করিলে ব্যভিচারিণী বলাযায় শাস্ত্রসিদ্ধ মতে পতি মরণানন্তর বিধবার ব্রহ্মচর্য্য সহমরণ ব্যতীত ধর্ম্ম নাই বিবাহ করাইলে ধর্ম্ম হইতে বহিস্কৃত করা হয়।

বিদ্যাসাগর মহাশয় স্বকৃত পুস্তকের ১০পৃষ্ঠায়১২পংক্তিতে আরও লিখিয়াছেন; যথা।

> কলিযুগে ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করিয়া দেহযাত্রা নির্ব্বাহ করা বিধবা দিগের অত্যন্ত কঠিন হইয়া উঠিয়াছে॥

উত্তর। বিদ্যাসাগর মহাশয় মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত। কিন্তু এই যুক্তি তাহাঁর বাল যুক্তি হইতেও উৎকৃষ্ট। বিধবা দিগের পক্ষে সত্যাদি কলিপর্য্যন্ত সহমরণও ব্রহ্মচর্য্য এই দুই ধর্ম্ম স্থির আছে, বিবাহ করা কোনকালেই ধর্ম্ম হইতে পারেনা। তবে রাজকীয় আদেশে সহমরণ প্রথা কিছুদিন অপ্রকাশ হইয়াছে; ব্রহ্মচর্য্যই নিত্যানুষ্ঠেয়; তাহাতে অশক্ত হইলে অপরাধিনী হইবে; তন্নিমিত্ত তাহারদিগের বিবাহ দিতে হইলে এমত অনেক কষ্ট সাধ্য কর্ম্মের পরিবর্ত্তে অপকার্য্যের স্বীকার করিতে হয়; অর্থাৎ সাংঘাতিক রোগাদি উৎপত্তি হইলে অসহ্য তৃষ্ণা জন্মে তাহাকে সম্বরণ করিয়া থাকিতে অশক্ত যে রোগী তাহার তৃষ্ণা শান্তির নিমিত্ত কি সুশীতল জল পান করিতে দেওয়াই বিধি হইবে। ফলিতার্থ সেই জল তৎকালে তৃপ্তিকে জন্মাইয়া কিঞ্চিৎকাল পরেই রোগীর জীবনের বিনাশ কারী হয়। সেইরূপ বিধবার বিবাহে ক্ষণিক ইন্দ্রিয় সুখ বোধ হইয়া পরে দেহোপরমে হইলে অসহ্য যন্ত্রণার ভোগ হয়।

দীর্ঘকাল ব্রহ্মচর্য্য কলিতে নিষেধ বলিয়া যখন পুরাণ বাক্যের প্রমাণ করিয়া বিধবা বিবাহ নিষেধক পুরাণ বাক্যের গ্রহণ করেন না তখন বিদ্যাসাগর মহাশয়ের চাতুর্য্য প্রকাশ ব্যতীত আর কি বোধহয়॥

বস্তুত দীর্ঘকাল ব্রহ্মচর্য্য নিষেধ বিধবার পক্ষে নহে; বিধবাকে ব্রহ্মচর্য্য দ্বারা সমস্ত জীবন ক্ষেপ করিতে হইবে। ব্রহ্মচর্য্যাশ্রম স্থিত পুরুষেরপক্ষেঅর্থাৎ বিদ্যাগ্রহণ জন্য গুরুস্থলে স্থিত ব্যক্তির দীর্ঘকাল ব্রহ্মচর্য্য নিষেধ করিয়াছেন; যেহেতু কলিযুগে মনুষ্যেরঅল্পায়ু প্রযুক্ত যদি দীর্ঘকাল ব্রহ্মচর্য্য করে তবে তাহার গার্হস্থ ধর্ম্ম হয়না।

অপর বিদ্যাসাগর ভট্টাচার্য্য মহাশয় (শ্রুতি স্মৃতি পুরাণানাংবিরোধোযত্র দৃশ্যতে। তত্র শ্রৌতং প্রমাণন্তু তয়োর্দ্বৈধেশ্রুতির্বরা।) এইব্যাস বাক্যের গ্রহণ করিয়া পুরাণ বাক্যকে অগ্রাহ্য করিতেছেন; করুন্ কিন্তু ঐ ব্যাস এইবচন ও কহিয়াছেন; যথা

(পুরাণং মানবোধর্ম্মঃ সাঙ্গোবেদশ্চিকিৎসিতং। আজ্ঞাসিদ্ধানি চত্বারি নহন্তব্যানি হেতুভিঃ॥, পুরাণ ও মন্বাদি স্মৃতি এবং ষড়ঙ্গ চতুর্ব্বেদ; আর বৈদ্যক চরকাদি, এইচারি আজ্ঞাসিদ্ধ ইহাদিগকে হেতুবাদ দ্বারা খণ্ডনকরিবেক না। একব্যক্তিই দুইবচন কহিয়াছেন ইহার কোন্‌বচন প্রশস্ত কোন্‌বচনঅপ্রশস্ত; ফলে ইহার এক বচনকে খণ্ডন করিলেইতদ্‌বক্তা মিথ্যাবাদী হয়েন; অতএব বচন দ্বয়ের বিষয় দেখাইয়া ব্যাসকে পরিমুক্ত করুন। নচেৎ মুখে কহিয়াই শাস্ত্র সাগরের পার হইতে পারিবেন না। পুরাণ বাক্যকেও স্মৃতিকারেরা মান্যকরিয়া লইয়াছেন, যথা

পুরাণংন্যায়মীমাংসা ধর্ম্মশাস্ত্রাঙ্গমিশ্রিতাঃ
বেদাস্থানানি বিদ্যানাং ধর্ম্মস্যচ চতুর্দ্দশঃ॥

৩। ইতিযাজ্ঞবল্ক্যঃ॥

পুরাণ ন্যায় মীমাংসা দর্শন এবং সষড়ঙ্গচত্তর্ব্বেদ এই চতুর্দ্দশ বিদ্যার ও ধর্ম্মের স্থান হয়েন। অতএব পুরাণের বিষয় নাদেখাইয়া একেবারে অমান্য করিলেই অমান্য হয়না, যখন পুরাণপ্রমাণে বেদের ভাষ্যকারেরা বেদার্থ নিশ্চয় করিয়াছেন; তখন বিদ্যাসাগর মহাশয় যাবৎ হিন্দু শাস্ত্রকে ত্যাগনাকরিতেছেনতাবৎপুরাণকে অগ্রাহ্য করিলেই করিতে পারিবেননা।

শাস্ত্র মীমাংসাকরা পণ্ডিতের কার্য্য সুপণ্ডিত হইয়া এমত অপণ্ডিতের ন্যায় চেষ্টা কেন করেন;) নিরর্থ বাচালতা প্রকাশ করায় প্রকাশ্য সমাজে অপযশ হয়; । পরাশর সংহিতার সহিতশ্রুতি পুরাণ সংহিতাদির কোন বিরোধনাই, কেবল এক নষ্টেমৃতে লইয়া নষ্ট চেষ্টাকে বলবতী করিবার নিমিত্ত নিরর্থ কষ্ট পাইতেছেন।

ইহাও বিবেচ্যবটে, যে যে অভিপ্রায় গ্রহণ করিলে কোন শাস্ত্রের বিরোধ হয়না অথচ পরাশরোক্ত বচনের ও চরিতার্থ হয় তাহাই গ্রাহ্য; না; যেঅভিপ্রায়ে সকল শাস্ত্রের অনৈক্য হইয়া পরস্পর সকল শাস্ত্রের বিরোধ জন্মে তাহাই গ্রাহ্য হইবে।?।

অতএব বিচক্ষণেরাই এবিষয়ের বিচারকরিবেন; যে যখন এক নষ্টেমৃতেবচন লইয়া সকল শাস্ত্রকেইঅগ্রাহ্য করিতে উদ্যত হইয়াছেন, তখনতৎচেষ্টাকেদুশ্চেষ্টা ও তৎযুক্তিকে অসদ্যুক্তি বলিতে পারাযায় কি না। পণ্ডিতের কথা দূরে থাকুক্ ইতর হাড়ি ডুম প্রভৃতিরা অক্ষোভে কহিবে যে ব্রাহ্মণ ঠাকুরদিগের বিলক্ষণ জ্ঞান জন্মিয়াছে, অর্থাৎ নে.

অসৎকর্ম্মের নিমিত্ত আমারদিগকে চিরকাল পর্য্যন্ত নীচ বলিয়া আসিতেছেন; এখন সেই নীচ কর্ম্মকেই ইহাঁরা উত্তম কর্ম্ম বলিয়া গ্রহণ করিতেআরাম্ভকরিলেন;তবে আর আমার দিগের সহিত তাহাঁরদিগের বিশেষ কি রহিল।

কিন্তু, উত্তম বংশজাত ব্যক্তি সকলকে চণ্ডালাদি ইতর জাতির সহিত মিশ্রিত করিতে বিদ্যাসাগর মহাশয় যে বাসনা করিতেছেন, এক্ষণে সে বাসনাকে হৃদয়ে বাস করিতে নাদেওয়াই কর্ত্তব্য হয়। কারণঃ মনবাদিগের অধ মত্ব অনায়াসেই হয় কিন্তু অধমত্ব প্রাপ্তহইলে পুনর্ব্বারউত্ত মত্ব প্রাপ্ত হওয়া বড়কঠিন জানিবেন।

যেস্থলে বহু বাক্যের বিরোধ হয় সেস্থলে কি কর্ত্তব্য তদ র্থে কাত্যায়ন সংহিতার ২৯ খণ্ডে লিখিয়াছেন; । যথা।

বিরোধো যত্র বাক্যানাং প্রামাণ্যং তত্রভূ-য়সাং । তুল্য প্রমাণিকত্বেতু ন্যায়এবং প্রকীর্ত্তিতং ॥

যেস্থলে বহু বাক্যের বিরোধ হয় সেস্থলে যাহাতে অনেক বচনের ঐক্য থাকে তাহাই প্রমাণ অন্যথা অপ্রমাণ করিতে হইবে। ইহা লৌকিকেও চিরকাল প্রচলিত আছে।

বিধবার বিবাহ নাদিলে আর পরিত্রাণ পাইতে পারেন না; এমত কারুণ্য জালে কি আবদ্ধ হইয়াছেন বুঝিতে পারিনা; তবেবিদ্যাসাগর মহাশয়বিধবাদিগেরসনাতন ধর্ম্মের বিনাশার্থে বা বৈদিকজাতি বিলোপের নিমিত্তই বা হউক্ বিশেষ ছল পাতিয়া স্বকৃত পুস্তকের ২২ পৃষ্ঠায় ১১ পং

ক্তিতে যাহা লিখিয়াছেন; তাহা সংক্ষেপত কিঞ্চিৎ লিখি-তেছি। যথা

> পতিকুল পিতৃকুল মাতৃকুল কলঙ্কিত করিতেছে। বিধবা বিবাহের প্রথা প্রচলিত হইলে অসহ্য বৈধব্য যন্ত্রণা ব্যভিচার দোষ ও ভ্রূণহত্যা পাপের নিবারণ ও তিন কুলের কলঙ্ক নিরাকরণ হইতে পারে।। ,,

উত্তর। যাহাদিগকে জগদীশ্বর বৈধব্যযন্ত্রণা রূপ সমুদ্রে নিক্ষেপ করিয়াছেন সামান্য মনুষ্যদ্বারা তাহাদিগের বিশেষ সাহায্য কি হইতে পারিবে। বরং তাহার দিগকে উদ্ধার করিতে গেলে তৎসহিত উদ্ধর্ত্তাকে অগাধ যন্ত্রণার্ণবে মগ্ন হইতে হইবে।

পরম কারুণিক; জগৎপিতা পরম দয়ালু যাঁহাতে কোন মতে পক্ষপাত নাই সেই করুণাময় পরমেশ্বর হইতেও কি বিদ্যাসাগর মহাশয় আপনাকে দয়ালু বোধ করেন; অ-র্থাৎ জগদীশ্বর কৃত কর্ম্মকে উল্লঘন করতঃ প্রাকৃত জনে যেকর্ম্ম করুক্ তাহাতেই অপরাধী হয়। অলৌকিক পারত্রিক সুখের অদর্শনে অসর্ব্বজ্ঞজনে লৌকিক সুখ দুঃখ বোধ করিয়া তৎসুখোপচয়ং নিমিত্ত ও তদ্দুঃখ মোচনার্থ সচেষ্টিত হয়; অর্থাৎ যাহারা ইন্দ্রিয় সুখকে গুরুতর জ্ঞান করে তাহারা অবশ্যই তৎসুখে মগ্নথাকে; কিন্তু পারত্রিকে যে অনিষ্ট ফল হয় তাহার উপলব্ধি করিতে পারেনা।

তন্নিমিত্ত জগদীশ্বর কৃত কর্ম্মের ব্যত্যয় করিয়া বিধবার বিবাহ দিতে প্রস্তুত হইতেছেন; ফলে ঐহিকে বিধবাদিগের কিঞ্চিৎ ইন্দ্রিয় সুখের অনুভব হইবার সম্ভব বটে;

পরে শীলভঙ্গাপরাধে পরলোকে যে ঘোরতরযামী যন্ত্রণা ভোগ করিতে হইবে তাহাতে কোন সন্দেহ নাই ।

বিধবারা যদি বৈধব্যযন্ত্রণা ভোগের উপযোগি কর্ম্ম না করিত তবে করুণানিধান জগৎপিতা পরমেশ্বর কি তাহার দিগকে অসহ্য বৈধব্য যন্ত্রণা ভোগকরিতে নিযুক্ত করিতেন ঈশ্বর সন্নিহিত অসৎকর্ম্ম করণ জন্য যে অপরাধী হয়; তাহারই তিনি দণ্ডকরেন; । করুণাবিষ্ট হইয়া প্রাকৃত জনে তদ্দণ্ড নিবারণ করিতে কোন ক্রমেই পারেনা; বরং উদ্যোগী হইলে ব্যভিচার দোষে সে ব্যক্তি ও দোষী হইতে পারে অর্থাৎ তদ্রূপ অসহ্য যন্ত্রণা তাহাকেও ভোগকরিতে হয় ।

যদ্রূপ রাজাকর্ত্তৃক কারাবরুদ্ধ ব্যক্তিকে শৃঙ্খলাবৃত দেখিয়া করুণাপ্রকাশে যদিকেহ তৎশৃঙ্খল মোচন করিয়া দেয় সেই ব্যক্তি কি রাজার নিকট অপরাধী হয়ন ?। তদ্রূপ বৈধব্য রূপ কারাগারে ব্রহ্মচর্য্যরূপ শৃঙ্খলে আবৃত বিধবাদিগের ব্রহ্মচর্য্য ব্যাঘাতকারি যেহয় সেব্যক্তি ঈশ্বর সন্নিধানেঅবশ্যই দণ্ডার্হ হইবে । এবং বিধবারাও ব্রহ্মচর্য্য ব্রত ভঙ্গাপরাধে আরও ঘোরতর যত্রণা ভোগ করিবেক । যেমন কারাবরুদ্ধব্যক্তি কারাগারে অপরাধ করিলে পূর্ব্বাপেক্ষা পুনর্ব্বার অধিক দণ্ড প্রাপ্ত হয় । অতএব পরাশরোক্ত সংহিতার চতুর্থাধ্যায়ে বৈধব্যকরণ কর্ম্ম বিপাক প্রকরণে কহিয়াছেন । যথা

অদুষ্টাপতিতাং ভার্য্যাং যৌবনেযঃ পরিত্যজেৎ। সপ্তজন্ম ভবেৎস্ত্রীত্বং বৈধব্যঞ্চ পুনঃপুনঃ॥ ইতিপারাশরং

অদুষ্টা অপতিতা ভার্য্যাকে যৌবনকালে যে পুরুষত্যাগ করে। সেই পুরুষ সপ্তজন্ম স্ত্রীত্ব প্রাপ্তহয়। এবং পুনঃ পুনঃ বৈধব্য যন্ত্রণাকে লাভকরে॥

এস্থলে বর্ত্তব্য এইযে; চতুর্থাধ্যায়ে যে পরাশর কর্ম্মানুসারে বৈধব্য কারণ কর্ম্মের অনুস্মরণ করাইতেছেন সেই পরাশর কি ঐ অধ্যায়ে বিধবার বিবাহ বিধিদিতে পারেন?। অর্থাৎ পুনর্ব্বার বিবাহ হইলে তাহার বৈধব্য যন্ত্রণার ভোগ কি হইল ইহা বিচক্ষণেরাই বিবেচনা করিবেন। অতএব পরাশরধৃত নষ্টেমৃতে বচনের অর্থে বিধবার বিবাহ কর্ত্তব্য কর্ম্ম বলিয়া প্রতিপন্ন হয়না।

বিদ্যাসাগর ভট্টাচার্য্য মহাশয় বিধবা বিবাহের নিমিত্ত অত্যন্ত ব্যস্ত হইয়াছেন; হউন কিন্তু এই বিবাহের উত্তরত্র ফল অর্থাৎ পরিণামে যে কিফল ঘটিবে তাহার প্রতি যদি দৃষ্টিপাত করিতেন তবে নষ্টেমৃতে নষ্টেনৃতে করিয়া এত কষ্ট পাইতেন না। ফলিতার্থ ইহাতে অস্পষ্ট নষ্ট স্বভাবান্বিতা নারীগণে লোক সমাজে স্পষ্ট হইয়া পরিবারকে যথেষ্ট কষ্ট প্রদান করিবে এবং তজ্জন্য পরাৎপর পরমধর্ম্ম হইতে ভ্রষ্ট হইবে তাহাতে কোন সন্দেহ করিনা। এপ্রথা প্রচলিত হইলে কেবল বিধবা কিসধবারাও উক্ত বচনে আপনং পতিকে অমনোনীত করিয়া অভিলষিত পতিকরণের

চেষ্টা করিবে। সুতরাং সকল গৃহস্থের গৃহই (হরিঘোষের গোশালার) ন্যায় হইবে। অবশেষে এক ভ্রূণহত্যা নিবারণে গিয়া কত২ পতিহত্যা ওস্ত্রীহত্যারযেঘটনা হইবে তাহা কহিয়া ও পর্য্যাপ্তি হয়না। পরিণামে সকলেই ধনে জনে জীবনে বিত্রস্ত হইবেক ইহাতে সংশয় নাই।

বিদ্যাসাগর মহাশয় চত্বর বটেন যদি শুদ্ধ পরের প্রতি এই ব্যবস্থা আনিতে পারিতেন তবে তাঁহার চত্তরতার কার্য্য হইত। বিবেচনা করিলে এপ্রথা চলিত হইলে উত্তর কালে অনেক উৎপাত ঘটিতে পারে।

এতদ্দেশস্থ সকল লোকেই পরিশ্রম দ্বারা যেকিঞ্চিৎ ধন উপার্জ্জন করে সেসকল প্রায়ই আপন ২ ভার্য্যাদির হস্তে এই বিবেচনায় সঞ্চিত করিয়াথাকে যে আত্মোপরম হইলে পুত্রাদিরা সেই সঞ্চিত ধনদ্বারাজীবন ধারণ করিতেপারিবে এইক্ষণেবিদ্যাসাগরমহাশয়যেবিধবাবিবহেরপ্রথাপ্রচলিত করিতে বসিয়াছেন; তাহাহইলে সেইআশা এককালেই বিফলা হইয়া যায়; এই বিবাহ প্রথা চলিত হইলে পুত্রাদির প্রতি স্নেহ শূন্যাহইয়া আপন২ করস্থিত সমস্ত ধনের সহিত বিধবারা অন্যপতির গৃহেশ্বরী হইবেক, তখন ঐ পুত্রাদিরা পিতৃমাতৃ ধনাদির বিয়োগে ব্যাকুল হইয়া দশ দিক শূন্য দেখিবে; অতএব কেবল বিধবার প্রতিই ভট্টাচার্য্যের করুণাহইয়াছে এরূপহতাশ পুত্রাদির যেঅবস্থা ঘটিবেতৎপ্রতি কি দৃষ্টিপাতমাত্র করেননাই। সুতরাং বিধবা বিবাহ প্রচলিত হওয়া অত্যন্তঅপকৃষ্টকর্ম্ম ইহা শাস্ত্রতঃ এবং লোকতঃ ও যুক্তিতঃস্থির করাগেল ॥

বিদ্যাসাগর ভট্টাচার্য্য স্বকৃত পুস্তকের ২২ পৃষ্ঠায় ৮ পংক্তিতে লিখিয়াছেন। যথা।

"কতশত শত বিধবারা ব্রহ্মচর্য্য নির্ব্বাহে অসমর্থ হইয়া ব্যভিচার দোষে দূষিত ও ভ্রূণহত্যা পাপে লিপ্ত হইতেছে।।"

উত্তর। কেবল বিধবার বিবাহ দিলেই যে ভ্রূণহত্যা পাপের শান্তি হইবে এমত নহে; পতিসত্ত্বেও কত শতশত স্ত্রীলোককে ভ্রূণ হত্যা করিতে দেখাযায়, অর্থাৎ যাহার পতি কার্য্যানুরোধে দূরদেশে অবস্থিতি করে, সেই প্রোষিত ভর্ত্তৃকারা উপপতি দ্বারা গর্ভলাভ করিলে জাতিকুল লজ্জাভয়ে ঐ গর্ভকে হত করিয়া থাকে। সুতরাং ভ্রূণহত্যা ব্যভিচারের অঙ্গ হইয়া উঠিয়াছে; অর্থাৎ উপপতি করিলেই ভ্রূণহত্যা করিতে হয়।

অন্যেপরে কাকথা; যাহারা বারাঙ্গনা লোক লজ্জা ঙ্গনশীলের কোন ভয় রাখেনা; সেই বারাঙ্গনার মধ্যেও অনেকে স্বীয় যৌবন নষ্টের ভয়ে গর্ভনষ্ট করে। অতএব ভ্রূণ হত্যা নিবারণের যে মহদুপায় আছে যাহাতে কোন মতেই ভ্রূণ হত্যা হইতে পারেনা তাহার চেষ্টা নাকরিয়া নিরুপায় ভাবিয়া অবশেষে ভ্রূণ হত্যা নিবারণোপায় স্থির করিয়া অপকৃষ্ট কর্ম্ম বিধবার বিবাহ দিতেই বাধিত হইলেন। যদি বলেন এতদ্ভিন্ন অন্য উপায় আর কিআছে তদর্থে বক্তব্য এইযে এদেশে কোনস্ত্রী উপপতি করিতে পারিবেনা; যদিকরে তবে ধৃত হইলে স্ত্রীলোকে নাসাকর্ণও পুরুষের শিশ্ন ছেদ্য হইবে এবং স্বজাতীয় শ্রেণীতে অচল হইবে এমত কঠিন শাসন থাকিলে কেহ আর অসৎ

কর্ম্ম করিবে না; সুতরাং ব্যভিচার দোষের শান্তি হইলে আর কোন ক্রমেই ভ্রূণহত্যা হইবার সম্ভাবনা থাকিবেক না।

বিধবার বিবাহ দিয়া যে ধর্ম্ম রক্ষাকরা সেকেবল কর্দ্দমাক্ত জলদ্বারা কর্দ্দমান্বিত পাত্র পরিস্কার; এবং মদ্যদ্বারা মদ্য পাত্রের ক্ষালনকরিয়া মনঃপ্রীতি সেইরূপবিধবার পুনর্ব্বার বিবাহ দিয়া তিনকুলের কলঙ্ক মোচন করাহয়। একগুপ্ত ব্যভিচারনিবারণার্থে ব্যক্ত ব্যভিচার করাইয়া বিধবার ধর্ম্মরক্ষা কিরূপে হইতে পারে; যদি পতি ভিন্ন অন্য পতি করিলে স্ত্রীলোকের কলঙ্ক নিবারণ হয়; তবে স্ত্রীলোকের পক্ষে আর অতিরিক্ত কলঙ্কইবা কি আছে; বিশেষ স্পষ্টরূপ আর অস্পষ্ট এইমাত্র; নির্ম্মল বসনে মসীচিহ্ন স্পষ্টদৃষ্ট হয়। কিন্তু মলিন বস্ত্রে মসীচিহ্নেরউপলব্ধি হয়না।

এক্ষণে সর্ব্বশাস্ত্র সমন্বয় করাতে বিদ্যাসাগর ধৃত পরাশরোক্ত নষ্টেমৃতে বচনের অভিপ্রায়ে বিধবার দ্বিতীয় বিবাহ অবিধেয় স্থিরহইল;। সুতরাং অকর্ত্তব্য কর্ম্ম করণে পরাঙমুখ হইয়া সকলে পূর্ব্বপুরুষানুচরিত শোভন পথে অকপটে অভিগমন করুন। আর অপকৃষ্ট ধর্ম্মের কথা লইয়া নিরর্থ জল্পনা দ্বারা রসনাকে অপবিত্রাকরামত হয়না।

এইকলি যুগ প্রায় (৫০০০) সহস্র বৎসর গত; ইহারমধ্যে জন্মেজয় প্রভৃতি কতং রাজা গত হইয়াছেন; এবং কতং পণ্ডিত ও জন্মিয়াছিলেন, এইপরাশর সংহিতাও চিরকাল প্রচলিত আছে; পণ্ডিত দিগের ঘরেও কন্যা ভগিনী প্রভৃ-

ভি কতক বিধবা ছিল। পারাশর ধর্ম্মই যে কলির ধর্ম্ম তাহার মর্ম্ম একালপর্য্যন্ত কেহই স্থির করিতে পারেন নাই। কেবল একালে পরাশরসংহিতার সূক্ষ্ম মর্ম্ম বিদ্যাসাগর মহাশয়েরই হৃদয়ঙ্গম হইয়াছে।

বিশেষতঃ পূর্ব্ব২ পণ্ডিতদিগের বিদ্যাসাগরমহাশয়ের মত হৃদয়েকরুণার ও অবস্থিতি ছিলনা; তন্নিমিত্তই কি তাহাঁরা আপন২ কন্যা ভগিনীত্যাদিকে জ্বলদগ্নিতে ভস্মসাৎ করিয়াছিলেনঃ এবং যাহারা জীবিতাছিল তাহারদিগকেও বিদ্যাসাগরীয় যুক্তিগ্রহণে বিবাহ নাদিয়া ব্রহ্মচর্য্যানুষ্ঠানে নিযুক্ত করিয়া চিরকাল বৈধব্য যন্ত্রণানলে দগ্ধ করিয়াছিলেন। হা পরমেশ্বর যদি লজ্জার প্রতি যৎকিঞ্চিৎ কটাক্ষ পাত থাকে তবে কদাপি ও অক্ষোভে এরূপ অসম্বদ্ধ হৃৎনিৎ বাক্য প্রয়োগ করিতেকেহই শক্তহইতে পারেনা।

আমারদিগের অভিলাষ এই যে কেহযদি ইচ্ছাপূর্ব্বক আপন কন্যার কি ভগিনী কিমাতাও পিতৃস্বসাও মাতৃস্বসা পিতৃব্যস্ত্রী মাতুলানী প্রভৃতির বিবাহ দেয় দেউকতাহা নিবারণ করিতে শক্ত নহি কিন্তু শাস্ত্র বিরুদ্ধ অনুচিত কর্ম্ম যে বিধবার বিবাহ তাহা প্রমাণ করিতেসর্ব্বথাই শক্ত হইব; এক্ষণেঅনুনয়পূর্ব্বক এইনিবেদন করিতেছি আমরা কদাপি ধর্ম্মোপদেশ ব্যতীত কাহারও প্রতি কটাক্ষ করি নাই; তবে বিচারোপলক্ষে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের প্রতি যদি কিঞ্চিৎ কটাক্ষ করিয়াছি বোধ করেন তবে তিনি স্বীয়মহত্ত্বানুসারে তাহাতে ক্ষমাবিশিষ্ট হইবেন অলমতি বিস্তরেণ।। শ্রীনন্দকুমার শর্ম্মণাম্।